গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ২১ মে, ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটি

এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি ১৪ মে থেকে অনুষ্ঠিত বৈঠকে চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনার পর ১৭ মে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করেছে ঃ

'চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত জনবিরোধী শাসন ও তথাকথিত সংস্কার, বিশ্বায়ন, উদারীকরণের নামে জনজীবনে যে অচিন্ত্যনীয় দুর্দশা ও ধ্বংস ডেকে এনেছে এবং যেভাবে এই সরকার নগ্ন সংখ্যালঘু বিদ্বেষী প্রচার ও কার্যক্রম চালিয়ে গেছে তার বিরুদ্ধে দেশের জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়েছিল। নানা প্রতিকূলতা এবং পরিষদীয় দলগুলির দ্বারা — যাদের মধ্যে যেসব রাজ্যে সিপিএম, সিপিআই সরকারে রয়েছে তারাও বাদ নেই — বহু অবৈধ কার্যকলাপ ও ব্যাপক রিগিং সত্ত্বেও নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও ক্রোধের তীব্র প্রকাশ ঘটেছে। পরিণামে কেন্দ্রে বিজেপি পরিচালিত সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে।

একই সাথে কেন্দ্রীয় কমিটি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, জনগণের ওপর বিজেপি সরকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার পথ অবলম্বন করার আমাদের প্রস্তাবে সিপিআই(এম) ও সিপিআই-এর ক্রমাগত অসম্মতির ফলে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে দেশের মধ্যে লাগাতার গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠতে পারেনি, যা গড়ে উঠলে ও যথার্থভাবে পরিচালিত হলে তা জন্ম দিতে পারত একটি বাম ও গণতান্ত্রিক বিকল্পের, যেটা এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলির অনুষঙ্গরূপেই পার্লামেন্টারি নির্বাচনেও লড়াই করতে পারত। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এই অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েই পুঁজিপতিশ্রেণীর অপর বিশ্বস্ত দল কংগ্রেস, জনগণের মধ্যে শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী ও বিজেপি পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে যে তীব্র ক্ষোভ ও রোষ দানা বেঁধেছিল, তাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। যে কংগ্রেস একাধিকবার জনগণের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, যে বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণের কুখ্যাত নীতির প্রণেতা এবং যে এখনও সেই নীতির প্রতি দৃঢ়ভাবে দায়বদ্ধ, সেই কংগ্রেস দলই এবার জনগণের প্রবল বিজেপি বিরোধী মনোভাবকে ব্যবহার করে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসতে সফল হল।

আরও বেদনাদায়ক ঘটনা হচ্ছে, জনগণের বিজেপি বিরোধী ক্রমবর্ধমান তীব্র ক্ষোভকে বিপথে চালিত করার এই ঘৃণ্য প্রয়াসে কংগ্রেস সর্বাত্মক সমর্থন ও সহায়তা পেয়েছে সিপিএম ও সিপিআই-এর কাছ থেকে। সিপিএম ও সিপিআই উভয়েই পুঁজিপতিশ্রেণীকে তুষ্ট করার ও ভোটে নিজেদের আসন সংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়ার স্বার্থপূরণে, সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে পরাস্ত করার জনগণের তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ধূম্রজাল তৈরি করেছিল, কেন্দ্রে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গঠনের শ্লোগান তুলেছিল এবং নির্বাচনে একত্রে লড়ার জন্য কংগ্রেসের সাথে আঁতাতও করেছিল। এসত্য সকলেই জানেন যে, পুঁজিপতিশ্রেণীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত রক্ষক হিসাবে কংগ্রেস, তার ৪৫ বছরের শাসনে কখনই ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করেনি। বরং ঘৃণিত 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' নীতির দ্বারা চালিত হয়ে কংগ্রেসও সংঘ পরিবারের মতই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও বিধ্বংসী দাঙ্গায় প্ররোচনা ও উস্কানি দিয়েছে। সুতরাং, কেন্দ্রীয় কমিটির দৃঢ় অভিমত হচ্ছে যে, বিজেপি'র নির্বাচনী বিপর্যয়কে ধর্মনিরপেক্ষতার বিজয় এবং সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের পরাজয় বলে ব্যাখ্যা করা চরম ভুল। বস্তুত সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিষ ভারতীয় জনসমাজের গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে, যাকে প্রতিহত করা ও নির্মূল করা একমাত্র শ্রেণীসংগ্রাম ও গণসংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে লাগাতার আদর্শগত-সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনার মধ্য দিয়েই সম্ভব।

দলের কেন্দ্রীয় কমিটি মেকি বামপন্থী দলগুলির এই দুষ্ট ও নোংরা খেলায় গভীর উদ্বেগ বোধ করছে, কারণ তাদের এই ভূমিকার দ্বারা অত্যাচারী পুঁজিপতিশ্রেণীর শাসনকেই দীর্ঘায়িত করতে সাহায্য করা হচ্ছে, যার অনিবার্য পরিণাম হল সমস্ত স্তরের জনগণের উপর আরও নির্মম শোষণ। সাথে সাথে কেন্দ্রীয় কমিটি একথাও দৃঢ়তার সাথে বলতে চায় যে, সকল অংশের মেহনতী জনগণকে জড়িত করে একমাত্র ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী গণআন্দোলনই যেখানে সংঘ পরিবারের উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ রূপে কাজ করতে পারে, সেখানে তার অনুপস্থিতিতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে পড়ার বিপদ কোনভাবেই কমবে না, বরং উল্টে হারানো জমি ফিরে পেতে বিজেপি'র মরিয়া চেষ্টার ফলে এই বিপদ আরও গুরুতর হয়ে উঠবে।

অন্য আর এক দিক থেকে পরিস্থিতি বিচার করে কেন্দ্রীয় কমিটি উদ্বেগের সাথে এটাও বলতে চায় যে, শোষণমূলক শ্রেণীশাসন টিকিয়ে রাখার জন্য দেশে একটি দ্বিদলীয় ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার ও শেষপর্যন্ত তার মধ্য দিয়ে প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদ কায়েম করার শাসকশ্রেণীর দীর্ঘ

সাতের পাতায় দেখুন

এস ইউ সি আই জয়ী

ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার যশিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই প্রার্থী কমরেড শম্ভুনাথ নায়েক তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থীকে ৫ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাস্ত করে জয়ী হয়েছেন।

সন্তান বিক্রি হয়ে যায় খাদ্যের জন্য

পুঁজিবাদী শোষণের নিষ্ঠুর আক্রমণে দারিদ্র্য যখন মাত্রাহীন, তখন মানবিক সম্পর্ক, হৃদয়ের সম্পর্ক এমনকী রক্তের সম্পর্ক হয়ে পড়ে উপেক্ষিত, পরিত্যক্ত এবং সেই সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে আবেগময় সম্পদ মাতৃস্নেহ-পিতৃস্নেহও আক্রান্ত হয় শুধু বেঁচে থাকার জৈবিক তাগিদে। সন্তান বিক্রি হয়ে যায় সামান্য খাদ্যের বিনিময়ে। আর এ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বংশপরম্পরায় হয়ে চলেছে।

সম্প্রতি এরকমই একটা হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে ওড়িশার বোলাঙ্গির জেলায়। ১৯৮৫ সালে তার পরিবার থেকে ১২ বছরের মেয়ে বনিতা পানজি মাত্র ৪০ টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল খাটিমুণ্ডা গ্রামের বিদ্যাধর পোধ নামে একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তির কাছে। এই ঘটনা সারা দেশে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে, তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী পর্যন্ত বনিতার সাথে দেখা করে তার চাকরির প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কয়েক বছর পর বনিতা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর সহকারী হিসাবে একটি কাজও পেয়েছিল। কিন্তু আজ পাঁচ সন্তানের জননী বনিতার পক্ষে অন্ধ উপার্জনহীন স্বামীসহ সাতজনের পরিবার প্রতিপালন অসম্ভব। প্রতিবন্ধী পেনশনের জন্য জন্মান্ধ বিদ্যাধর বারবার আবেদন করেছেন কিন্তু কিছুই হয়নি। ইন্দিরা আবাস যোজনার আচ্ছাদনও জোটেনি। এই অবস্থায় বনিতার ২০০ টাকা আয়ে সাত জনের পরিবারের অনাহার উপবাসে কাটানোই ছিল দস্তুর। ইতিমধ্যে তার বড় মেয়ে সতেরোতে পৌঁছেছে। চোখ পড়ল তার ওপর। তার ক্ষেত্রে অতীত ব্যবস্থার কথা মনে পড়ে গেল বনিতা-বিদ্যাধরদের। একদিকে অনাহার-উপবাস, অন্যদিকে সামান্য হলেও অর্থের হাতছানি। বনিতা-বিদ্যাধর তাদের ১৭ বছরের কলাবতীকে রায়পুরের এক খামার মালিকের কাছে ২৫০ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিলেন। অন্তত দশ দিন হলেও তো কষ্টেসৃষ্টে খাওয়া চলবে, মেয়েটারও একটি হিল্লে হল।

সরকারি তরফে এখন বিস্মিত হওয়ার ভান চলবে। দুঃখ প্রকাশের পালা চলবে। সেই

আটের পাতায় দেখুন

এই হল সাম্রাজ্যবাদীদের মানবাধিকার

বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের স্বর্গ নাকি আমেরিকা। তাদেরই প্রতিরক্ষামন্ত্রী রামসফেল্ড-এর গোপন নির্দেশে এভাবেই জিজ্ঞাসাবাদের নামে ইরাকি বন্দীদের উলঙ্গ করে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে

বিদ্যুৎ মাশুল

অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আবেদন খারিজ করল সুপ্রীমকোর্ট

অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আবেদন খারিজ করল সুপ্রিমকোর্ট। বিভিন্ন স্তরের বিদ্যুৎগ্রাহকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যুৎ মাশুল নির্ধারণের যে আদেশ কলকাতা হাইকোর্ট দিয়েছিল, তা স্থগিত করার জন্য সুপ্রিমকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ চেয়ে ভারত চেম্বার্স অফ কমার্স ও রোলিং মিলস্ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সুপ্রিমকোর্টে একটি আবেদন করা হয়েছিল। গত ২৬ এপ্রিল সুপ্রিমকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি ধর্মাধিকরণ ও পাটিল অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন। পূর্ণাঙ্গ শুনানির দিন স্থির করা হয়েছে ৬ আগস্ট। বিচারপতি পাটিল ও বিচারপতি ধর্মাধিকরণ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে বলে কমিশন হাইকোর্টের নির্দেশ কার্যকরী করেনি — এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। এটা অত্যন্ত অন্যায়, নিয়মবহির্ভূত কাজ করা হয়েছে। কমিশনের সচিবকে ৬ আগস্ট সুপ্রিমকোর্টে উপস্থিত হয়ে এর জবাবদিহি করতে হবে। এরপরে বিচারপতিদ্বয় কমিশনকে অবিলম্বে হাইকোর্টের নির্দেশের ভিত্তিতে ২০০২-০৩ ও ২০০৩-০৪ সালের বিদ্যুৎ মাশুল ঘোষণা করতে বলেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সুপ্রিমকোর্টের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ২০০২ সালে রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি তুলে দেওয়ার নাম করে সকলের জন্য বিদ্যুতের দাম সমান করার নামে বড় গ্রাহকদের দাম কমিয়ে ক্ষুদ্র গ্রাহকদের দাম বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই এবং অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা) নিষ্প্রদীপ, আইন অমান্য, মন্ত্রী ঘেরাও, বাংলা বন্ধ-এর মাধ্যমে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলনের চাপে সরকার হাইকোর্টে মামলা করতে বাধ্য হয়। অ্যাবেকা হাইকোর্টের মামলায় অংশ নেয়। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ গত ১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ রায় দিয়ে কমিশনের নির্দেশ বাতিল করে ২৯(৩) ধারা মোতাবেক দামের পৃথকীকরণ করে বিদ্যুতের মাশুল ঘোষণা করতে বলেন। হাইকোর্টের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ভারত চেম্বার্স অফ কমার্স এবং রোলিং মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন নামে দুটি বৃহৎ শিল্পবাণিজ্য সংস্থা সুপ্রিমকোর্টে যায়।

অ্যাবেকাও উপরোক্ত দুটি সংস্থার বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে মামলায় যোগ দেয়। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, হাইকোর্টের রায় এবং সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনোনীত রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, সুপ্রিমকোর্টে মামলা হয়েছে কেবল এই অজুহাতেই দামের পৃথকীকরণের ভিত্তিতে ২০০২-০৩, ২০০৩-০৪ সালের মাসুল ঘোষণা থেকে বিরত থাকে। প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বন্ধ করার নামে ভারত চেম্বার্স অফ কমার্স ও রোলিং মিলস্-এর পক্ষে যদি সুপ্রিমকোর্ট অভিন্ন মাসুল চালু করার নির্দেশ দেয় তাহলে কমিশন তাদের পূর্বতন সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারবে — এই আশায় মাসুল ঘোষণা বন্ধ রাখা হয়। রাজ্য সরকারেরও এ ব্যাপারে বকলমে পূর্ণ সমর্থন ছিল, তাই রাজ্য সরকারও এতদিন নীরব ছিল।

রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের একথা উপলব্ধি করতে হবে যে, সুপ্রিমকোর্টের এই মামলাটিতে শিল্প ও বাণিজ্যগোষ্ঠী যাতে জিতে যায় তার জন্য পর্দার আড়াল থেকে বহু খেলা চলছে। তাই অ্যাবেকার হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। কারণ অভিন্ন মাসুল চালু হয়ে যাওয়ার অর্থ দাঁড়াবে গরিব মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কৃষকদের উপর এবং ক্ষুদ্র শিল্পে এক ধাক্কায় বিদ্যুতের দাম প্রচুর বৃদ্ধি পাওয়া। তাই একদিকে আইনি লড়াইকে জোরদার করতে হবে, অন্যদিকে জনগণকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে পশ্চিমবঙ্গে অভিন্ন মাসুল নীতি কার্যকর হতে না পারে। তা চালু করার চেষ্টা হলেই প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করতে হবে।

পৌরকর বিপুল পরিমাণে বাড়তে চলেছে

রাজ্যের ১২৫টি পুরসভায় সম্পত্তি কর কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেতে চলেছে। ওয়েস্টবেঙ্গল সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড সংশোধনী আইন ১৯৯৪ পাশ হওয়ার পর ওই বছরই ২২ মার্চ রাজ্য সরকার করবৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এই নতুন আইন অনুযায়ী বিধাননগর পুরসভার আওতায় টাইপ ফোর রাস্তার ধারে কোন একতলা বাড়ির পুরনো হারে বার্ষিক কর ৩৯৫ টাকা হলে প্রস্তাবিত কর হবে ২০৯৬ টাকা। এভাবে কোথাও পুরনো হারে কর বার্ষিক ৭৭৮ টাকা থেকে বেড়ে ৫১৮৮ টাকা হবে, কোথাও বা আবার ৬৮৪৬ টাকা থেকে বেড়ে ২৯,৯৫৬ টাকা হবে। রাস্তা, কত তলা বাড়ি, কী ধরনের ব্যবহার, জমির মাপ ইত্যাদির তারতম্যে প্রস্তাবিত সম্পত্তির করও বিভিন্ন হবে। এই নতুন আইনের সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বিধাননগর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন কলকাতা হাইকোর্টে এক মামলা দায়ের করে। হাইকোর্টে এই আইনের ওপর স্থগিতাদেশের আর্জি খারিজ হওয়ায় অ্যাসোসিয়েশন অবশেষে সুপ্রিমকোর্টে স্পেশাল লিভ পিটিশন দাখিল করে। সুপ্রিমকোর্টও স্থগিতাদেশের আর্জি খারিজ করে দেয়। এর দ্বারা জনগণের স্বার্থে নিছক আইনি লড়াইয়ের সীমাবদ্ধতাই প্রতিফলিত হল। এই অবস্থায় সরকারের এই জনবিরোধী পদক্ষেপ রুখতে পুরবাসী নাগরিকদের আন্দোলনের পথ ছাড়া আর কোন পথ খোলা রইল না। এই বিপুল পরিমাণ করবৃদ্ধি আটকাবার জন্য দলমত নির্বিশেষে নাগরিক কমিটি গড়ে তোলা ও তার নেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

রাজ্য সরকার পুরসভাগুলিকে দেয় টাকার পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে বিভিন্নরকম কর বিপুল পরিমাণে বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে। করবৃদ্ধির আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা, থাকলে তা কতটুকু বাড়তে পারে — এ নিয়ে নাগরিকদের কোন মতামত না নিয়ে একতরফাভাবে করবৃদ্ধির এই ফরমান জনবিরোধী।

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলতলী থানার মণিরতট অঞ্চলের উত্তরগড় গ্রামের কমরেড গোলাম মাওলা গাজী গত ২০ এপ্রিল হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। প্রায় ৫০ বছর আগে গরিব মানুষের অবিসংবাদী নেতা ও এলাকার এস ইউ সি আই সংগঠক কমরেড হাকিম সেখের সংস্পর্শে এসে তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। যৌবনেই গরিব মানুষের স্বার্থে বেনাম জমি উদ্ধার ও তেভাগা আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। অসুস্থ হয়ে দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থেকেও তিনি দলের বিভিন্ন কর্মসূচি ও আন্দোলনের খোঁজখবর নিতেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতেন।

কমরেড গোলাম মাওলা গাজী লাল সেলাম

ঝাড়খণ্ডে মে দিবস উদ্‌যাপিত

১ মে ঐতিহাসিক মে দিবসে এস ইউ সি আই এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পক্ষ থেকে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়। সাকচীতে ব্যাজ পরিধান কর্মসূচি চলার সময় সাধারণ মানুষও ব্যাজ নিয়ে অন্যান্যদের পরানো শুরু করেন। জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন তহবিলে আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন।

বিকেলে শহরের প্রধান কেন্দ্র সাকচী গোলচক্করে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টির কারণে রাত ৮টায় মিটিং শুরু হয়। অনেক রাত অবধিও মিটিংয়ে জনসমাগম ছিল উল্লেখ করার মত। সভায় বক্তব্য রাখেন ঝাড়খণ্ড রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড বি বি দাস এবং কমরেড সুমিত রায়।

শহীদ কমরেড সইদুল সেখ স্মরণে সভা

গত ৬ মে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জালাবেড়িয়া পয়তার হাটে ঐ এলাকার বহু মানুষের চোখের জলে শহীদ কমরেড সইদুল সেখের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল। শ'য়ে শ'য়ে ছাত্র-যুব-মহিলা কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন পয়তার হাটের কাছের মাঠে, যেখানে শহীদ সইদুল সেখকে সিপিএম-এর গুণ্ডাবাহিনী ২৪ এপ্রিল নৃশংসভাবে খুন করেছিল। সইদুল সকলের বিপদে-আপদে সর্বশক্তি দিয়ে সাহসিকতার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তো। তাই সে ছিল ঘরে ঘরে সকলের আপনজন। সভায় মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

সভার শুরুতে সইদুলের শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন এস ইউ সি আই-এর রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বিধান চ্যাটার্জী, কুলতলীর বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইত, জালাবেড়িয়া ১নং লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড মোসলেম সর্দার, সইদুলের মা মোহরাণী বেওয়া এবং এলাকার বহু মানুষ ও কিশোর-কিশোরীরা। মাল্যদান করতে গিয়ে অনেকেই চোখের জল সামলাতে পারেননি।

সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড বিধান চ্যাটার্জী, বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইত ও কমরেড মোসলেম সর্দার। সকলেই বলেন, সইদুল যেকোন বিপদে এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়াত, যেকোন অন্যায় দেখলে একাই ছুটে যেতো। তাই সিপিএম ভীত হয়ে সইদুলকে খুন করলো। সইদুলের সাহসিকতা ও গরিব মানুষের প্রতি ভালোবাসাকে মূল্য দিয়ে আগামী দিনে গণ-আন্দোলনকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে।

সইদুলের মা মোহরাণী বেওয়া বলেন, আমার ছেলেকে সিপিএম-এর গুণ্ডাবাহিনী খুন করেছে — একথা কেউ যেন ভুলে না যাই। এই খুনের রাজনীতিকে আমরা যেন ক্ষমা না করি। আমরা সবাই একসাথে থেকে যেন আমাদের পার্টির কাজ করি।

(শহীদ কমরেড সইদুল সেখের নাম ৩০ এপ্রিল সংখ্যায় ভুলক্রমে সইদুল সর্দার ছাপা হয়েছিল। সেজন্য আমরা দুঃখিত)

কমরেড সইদুল সেখের স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড বিধান চ্যাটার্জী

১৩ রাজ্যের ৫৬ লোকসভা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই-এর নির্বাচনী ফলাফল

এবার চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে ভারতের ১৩টি রাজ্যে ৫৬টি লোকসভা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। বামপন্থী গণআন্দোলনের রাজনৈতিক লাইন নিয়ে একক শক্তির ভিত্তিতে এসইউসিআই নির্বাচনে লড়েছে। জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর করে কিছু পোস্টার, হ্যাণ্ডবিল ও বুলেটিন — এই প্রচারসরঞ্জাম সম্বল করে কর্মীরা প্রচার করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে এস ইউ সি আই সুপরিচিত বামপন্থী দল হিসাবে ৩০টি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও রাজ্যের টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্র গোটা নির্বাচনী প্রচারপর্বে এস ইউ সি আই-এর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেনি। কিন্তু জনসাধারণ এস ইউ সি আই কর্মীদের প্রতি তাদের ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কৃত্রিমভাবে তৈরি করা প্রবল মেরুকরণের মধ্যে, কোনও কেন্দ্রেই এস ইউ সি আই প্রার্থীর জয়ের কোনও সম্ভাবনাই নেই, একথা জেনেও হাজারে হাজারে মানুষ ভোট দিয়েছেন এস ইউ সি আই প্রার্থীদের। যার ফলে এ রাজ্যে যে ১৬টি কেন্দ্রে আমরা '৯৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে লড়েছিলাম, সেগুলিতেও এবার আমাদের ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে, বাকি ১৪টি কেন্দ্রেও গড়ে প্রায় একই হারে আমরা ভোট পেয়েছি। এ রাজ্যের ৪ লক্ষেরও বেশি মানুষ যাঁরা এস ইউ সি আই প্রার্থীর জয়ের কোন সম্ভাবনা নেই জেনেও শুধুমাত্র দলের সংগ্রামী বামপন্থী রাজনীতিকে সমর্থন করে আমাদের ভোট দিয়েছেন, তাঁদের আমরা সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই।

অন্যান্য রাজ্যেও এস ইউ সি আই দলের সুনির্দিষ্ট সংগ্রামী রাজনীতি জনমনে কী আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে তার কিছু রিপোর্ট এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল।

উল্লেখ্য যে, ওড়িশায় লোকসভার সাথেই বিধানসভার নির্বাচন হয়েছে এবং ওড়িশার যশিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই প্রার্থীকে জনগণ জয়ী করেছেন। অন্যান্য রাজ্যেও যাঁরা এস ইউ সি আই প্রার্থীদের ভোট দিয়েছেন, তাঁদের প্রতিও আমাদের সংগ্রামী অভিনন্দন।

পশ্চিমবঙ্গ

কেন্দ্র	২০০৪	১৯৯৯
১। দার্জিলিং	৬,৪৮১	*
২। কোচবিহার	১০,৬৮২	২,৩৮৫
৩। আলিপুরদুয়ার	১৪,০৮৭	৫,১৯৯
৪। জলপাইগুড়ি	১৪,৭৪৫	৫,১৬৫
৫। বালুরঘাট	১৯,৫৭৪	*
৬। জঙ্গীপুর	৭,১৩২	৬,০৭৪
৭। মুর্শিদাবাদ	১৩,৮৬৮	১১,৭৭৩
৮। বহরমপুর	৬,৮১৮	৮৮১
৯। কৃষ্ণনগর	১১,৩৩৮	৫,৫৪৮
১০। নবদ্বীপ	৩,৭১০	*
১১। বারাসাত	৬,১৩৯	২,৮৭৮
১২। বসিরহাট	১২,৪৮৭	*
১৩। জয়নগর	৯০,৭৯৮	৭৪,০১৬
১৪। মথুরাপুর	১৬,০২১	১৪,৬৯১
১৫। ডায়মণ্ডহারবার	৫,৫৫৯	*
১৬। যাদবপুর	১০,২৮৬	৩,৫২৮
১৭। ব্যারাকপুর	৩,০৪৬	*
১৮। হাওড়া	২,০১৩	*
১৯। শ্রীরামপুর	৫,৪০০	*
২০। তমলুক	১৩,৩৩৯	৭,৬২৩
২১। কাঁথি	১১,৭০৭	*
২২। মেদিনীপুর	১০,২৪৩	৪,৫১২
২৩। ঝাড়গ্রাম	১০,২২৩	*
২৪। পুরুলিয়া	১৩,০২০	৩,৪৬৯
২৫। বাঁকুড়া	২৩,৫৫৩	১৩,০৬৯
২৬। বিষ্ণুপুর	২৯,০০৯	*
২৭। আসানসোল	১২,৫৫২	*
২৮। কাটোয়া	৩,৩৬২	*
২৯। বোলপুর	৫,৫৩৫	*
৩০। বীরভূম	১৪,৭৬২	৪,৮০৮

* চিহ্নিত কেন্দ্রগুলিতে ১৯৯৯ সালে প্রার্থী দেওয়া হয়নি।

আসাম

১।	করিমগঞ্জ	২,৮৬২
২।	শিলচর	১,৫৩০
৩।	মঙ্গলদৈ	১৫,০৪৬
৪।	ধুবড়ি	৭,৫৬২

অন্ধ্রপ্রদেশ

	অনন্তপুর	৩,৬৪০

বিহার

	বৈশালী	৪,০৮২

দিল্লী

	পূর্ব দিল্লী	১,৫৬৪

গুজরাট

	বরোদা	৫,২৩৪

হরিয়ানা

১।	রোহটক	৪৬০
২।	সোনেপত	১,৬৪০
৩।	মহেন্দ্রগড়	৩,২৮৬

ঝাড়খণ্ড

	জামসেদপুর	১১,০২২

কেরালা

১।	তিরুবনন্তপুরম	১,৫৫৮
২।	কোল্লাম	৩,৩৭৮
৩।	আলাপ্পুজা	২,০২৪
৪।	মাভেলিক্কারা	২,৩৫৩
৫।	কোট্টায়াম	২,৮৯৭
৬।	কালিকট	৬,৩০৬

কর্ণাটক

১।	গুলবর্গা	৬,৭৪৯
২।	বেলারি	১৯,৬৪২
৩।	বাঙ্গালোর দক্ষিণ	১,৯৩৪
৪।	বাঙ্গালোর উত্তর	২,৭০৩

ওড়িশা

	জাজ পুর	১৩,০১৭

তামিলনাড়ু

১।	চেন্নাই সেন্ট্রাল	৪৪২
৬।	পেরিয়াকুলাম	১,৭৪৪

উত্তরপ্রদেশ

	মছলিশহর	৩,৪০১

জয়নগর কেন্দ্রে সন্ত্রাস ও ছাপ্পা

ভোটের আগে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কাগজে ঘোষণা করা হয়, নির্বাচন কমিশনের কঠোর পরিচালনায় এবার এমন নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে যা সাধারণ মানুষ আগে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি। স্বাভাবিকভাবে অনেকে ভেবেছিল, এবার হয়তো তারা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবে। কিন্তু আমাদের দল নির্বাচন কমিশনের এই প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে অতীতের অভিজ্ঞতার নিরীখে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত জয়নগর, কুলতলী, ক্যানিং পূর্ব, ক্যানিং পশ্চিম, গোসাবা, বাসন্তী ও সন্দেশখালিতে পুলিশি সাহায্য চেয়েছিল। বিশেষ করে কিছু জায়গায় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা দাবি করা হয়েছিল। কারণ কোনদিনই সিপিএম এসব জায়গায় জনগণকে ভোট দিতে দেয়নি। অতীতের নজিরগুলির উল্লেখ করে এ ব্যাপারে আমাদের দলের পক্ষ থেকে বার বার নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

বিশেষ করে কুলতলি বিধানসভা কেন্দ্রের বেশ কিছু বুথের নম্বর নির্দিষ্টভাবে দিয়ে আমরা বলেছিলাম, এসব এলাকায় আমাদের প্রার্থীর পক্ষে প্রচার, দেওয়াল লিখন, ভোটার স্লিপ বিতরণ — কিছুই করতে দেওয়া হয়নি। আমরা এও বলেছিলাম, অতীতে ভোট শুরু হওয়ার ১৫ মিনিটের মধ্যেই সিপিএম সমাজবিরোধীরা এসব বুথ দখল করে নিয়েছে এবং নাগাড়ে বোতাম টিপে ৯৮ শতাংশ ভোট সিপিএম-এর পক্ষে ছাপ্পা দিয়েছে। এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে আমাদের পক্ষ থেকে ২ এপ্রিল, ২৭ এপ্রিল, ৮ মে, ৯ মে, ১০ মে লিখিতভাবে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনারের বিশেষ পর্যবেক্ষক সহ সর্বস্তরের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে এই বুথগুলিতে উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার দাবি জানান হয়। আমরা জয়নগরের ৩২টি এবং কুলতলিতে ৪৭টি বুথে 'এ' ক্যাটিগরির নিরাপত্তা দাবি করেছিলাম। অথচ সেখানে দেওয়া হল 'সি' ক্যাটিগরির নিরাপত্তা। বাস্তবে দেওয়া হল লাঠিধারী দু'একজন পুলিশ। ফলে কাগজে যত বড় বড় কথাই বলা হোক না কেন, বাস্তবে অতীতে যা হয়েছে এবারেও তারই পুনরাবৃত্তি হল। কুলতলি থানার ১৫টি বুথ দখল করে সিপিএম ছাপ্পা ভোট করালো। ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০নং রাধাবল্লভপুর মাঝেরপাড়া বুথে সিপিএম-এর গুণ্ডাবাহিনী উপস্থিত থেকে ভোটারদের ভয়ভীতি দেখাতে থাকে। গ্রামের মেয়েরা সাহসের সাথে তাদের মোকাবিলায় এমন জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তোলে যে সিপিএম-এর মস্তানবাহিনী ভয়ে পিছিয়ে যায়। ১৫৬নং চুপড়িঝাড়া ঝুপখালি বুথে সিপিএম নেতা রামশঙ্কর হালদারের নেতৃত্বে সকাল থেকে তাদের বাহিনী বুথ জ্যাম করে গণ্ডগোল করার চেষ্টা করে। কিন্তু এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে ভলান্টিয়ার বাহিনী রুখে দাঁড়ানোয় তারা ওখান থেকে চলে যায়। পরে এস ইউ সি আই-এর সংগঠক কর্মীরা যখন ভোটের কাজে ব্যস্ত তখন বাড়িতে কেউ নেই জেনে সিপিএম বাহিনী এস ইউ সি আই-এর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কুলতলির বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইতের বাড়ি চড়াও হয়ে আক্রমণ করে এবং তাঁর দুই ছেলে ও মেয়েকে মারধোর করে।

জয়নগরেও একই অবস্থা। এখানে ১৬টি বুথে তারা কমবেশি ছাপ্পা করে। ৭০নং বামনগাছির কাশীপুর বুথে সিপিএম মস্তানবাহিনী বন্দুক সহ ঢুকে বুথ দখল করে ও অন্য দলের এজেন্টদের বার করে দিয়ে ছাপ্পা ভোট দেয়। ভোট কেন্দ্রে কোনো পুলিশ ছিল না। নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকরা পুলিশের গাড়িতে চড়ে ঘুরেছেন, অথচ একের পর এক বুথে সিপিএম ছাপ্পা ভোট দিয়ে গেছে। অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের এই ছিল দৃশ্য।

১৪৩, ১৪৪ হানারবাটি বুথে এজেন্টকে বার করে দিয়ে সিপিএম ছাপ্পা ভোট করছিল। পরে এস ইউ সি আই জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী, কমরেড মিলন সিন্‌হা এস ইউ সি আই প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট ঢোকানোর চেষ্টা করেন। তখন সিপিএম-এর দুর্বৃত্তরা পুলিশের সামনে কমরেড মিলন সিন্‌হাকে টেনে নিয়ে মারধোর করে এবং জেলা কমিটির সদস্যা কমরেড সুজাতা ব্যানার্জীকে আক্রমণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী প্রয়াত এস ইউ সি আই নেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর কন্যা। স্থানীয় গরিব মানুষ তাঁকে রক্ষা করেন। চুকনগর বুথে ফল্‌স ভোট দিতে পুলিশ বাধা দেওয়ায় সিপিএম কর্মীরা প্রিসাইডিং অফিসারকে অপমান করে ও মারধোর করে এবং পুলিশকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়। অথচ পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

ক্যানিং পশ্চিমে ১৩টি অঞ্চলে সিপিএম বুথ দখল করে ব্যাপক ছাপ্পা ভোট দেয়। কোনো কোনো জায়গায় আমাদের কর্মীরা বাধা দিতে গেলে সিপিএম বাহিনীর হাতে নিগৃহীত হয়। ভোট কেন্দ্রের টালি খুলে সিপিএম কর্মীরা উপরে বসে নজর রাখে এবং ভোটারদের বাধ্য করে বামফ্রন্ট প্রার্থীকে ভোট দিতে। ক্যানিং পূর্বে সিপিএম কর্মীরা ভোটের আগেই ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে বলে আসে, 'কষ্ট করে আপনাদের বুথে যেতে হবে না, আমরাই আপনাদের ভোট দিয়ে দেব।'

বাসন্তী, গোসাবা, সন্দেশখালিতে সিপিএম-আরএসপি'র নেতৃত্বে সমাজবিরোধীরা পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে অধিকাংশ বুথেই ছাপ্পা ভোট করায়। এইভাবেই প্রতিবারের মতো এবারেও অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রহসন অভিনীত হয়েছে।

জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে সিপিএম যে ব্যাপক ছাপ্পা ভোট মেরেছে তার কিছু নমুনা

কুলতলি বিধানসভা

বুথ নং	মোট প্রদত্ত ভোট	এসইউসিআই	বামফ্রন্ট
১৭	৪৯৬	২৪	৪৩৫
২১	৩৬৭	৯	৩৪৪
৩০	৭৭০	৩৬	৬৭৮
৩৮	৬৬৮	১৯	৬২৫
৯৫	৮৯৬	১০	৮৪৯

জয়নগর বিধানসভা

১২৭	৭২১	৬	৭০৫
১৬২	৪৯৭	৭২	৩৯৪
১৬৩	১১০৮	৬৯	৮৭৯
১৬৭	৫৪৩	২৩	৫১৪

ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা

১৪	১১১৩	২৫	৯৪৬
১৭	৭০৩	১৮	৫৭৫
৯৪	৮২০	২	৮০৭
৯৫	৪৩৪	২	৩৯৪
১৪৩	৬৬৩	৬	৬১৯

মুখ্যমন্ত্রী বললেন —

পশ্চিমবঙ্গের ফলাফলে শিল্পপতিরা তো যথেষ্ট খুশি

এবারের লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে আমরা এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে বারবার দেখিয়েছি যে, বিজেপি ও কংগ্রেসের দুটি জোটই বুর্জোয়া জোট, এদের মধ্যে নীতিগত কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই। উভয়ের আর্থিক নীতিই এক, যা দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে তৈরি হয়েছে। সিপিএম রাজ্যের সরকারে থেকে ঐ সর্বনাশা আর্থিক নীতিই রূপায়ণ করছে, যেকারণে কংগ্রেসের সাথে নির্বাচনী আঁতাত করতে সিপিএম-এর বাধা নেই। এই মূল নীতির প্রশ্ন আড়াল করে কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাতের সুবিধাবাদী স্বার্থেই সিপিএম কংগ্রেসকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে প্রচার করছে, যা কংগ্রেস বাস্তবে কখনই ছিলনা, আজও নেই।

নয়া আর্থিক নীতি — আসল শ্রেণীচরিত্র আড়াল করার জন্য যাকে 'সংস্কার নীতি' নাম দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএম-এর মধ্যে বাস্তবে যে কোনও পার্থক্য নেই, তা নির্বাচনের পর বড় বড় পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের প্রতিক্রিয়া থেকেই স্পষ্ট ধরা পড়েছে।

''দেশে সংস্কার পদ্ধতি ব্যাহত হবে বলে শিল্পপতিরা নাকি খুবই চিন্তিত? এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁর (বুদ্ধবাবুর) জবাব, ''তা কেন? আমি যতদূর জানি পশ্চিমবঙ্গে তো তাঁরা যথেষ্ট খুশি। বামফ্রন্ট সরকার সংস্কার চায়না এমন তো নয়। আমরাও সংস্কার চাই। কিন্তু তা আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে। সাধারণ মানুষের স্বার্থে।'' (গণশক্তি ১৪-৫-০৪)

''বিলগ্নিকরণ ও শ্রমনীতি দুটি ক্ষেত্রেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার যেভাবে বাজার অর্থনীতির চাহিদা ও শ্রমিক-কর্মীদের প্রয়োজনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছেন, তার প্রেক্ষিতে বামপন্থীরা দেশের পটভূমিতে উল্টোপথে হাঁটতে পারবে না — এমনটাই শিল্পমহলের আশা। যে কংগ্রেসের হাত ধরে আর্থিক সংস্কার শুরু হয়েছিল সেই দলই সরকার গঠন করবে, এটা ধরে নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সংস্কারের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চিন্ত শিল্পমহল। সি আই আইয়ের হবু সেক্রেটারি জেনারেল এন শ্রীনিবাসন ও ফিকি-র সেক্রেটারি জেনারেল অমিত মিত্র দু'জনেই এ বিষয়ে নিঃসংশয়।'' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪-৫-০৪)

''কিন্তু বিলগ্নিকরণ বা শ্রমনীতির প্রশ্নে সংস্কারে রাশ না টানলে বামপন্থীরা কি কংগ্রেসকে সমর্থনে রাজি হবে? ফিকি কর্তারা উত্তর দিচ্ছেন — ''কেন নয়? তাঁদের সবচেয়ে শক্ত দুর্গ পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা কী করছেন দেখুন।'' আই সি সি-র উমঙ কানোরিয়া ঃ ''এখানে রাজ্য সরকার কী ভিন্ন আর্থিক নীতি নিয়ে চলছেন?'' (ঐ)

''শিল্প সংগঠনগুলি নির্দ্বিধায় জানিয়েছে, সিপিএমের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, রাজ্যের শিল্পমহলের এমন কিছু ভোটও এবার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জনসংযোগের কারণে সিপিএমের কাছে ফিরে এসেছে বলে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস।...

এ প্রসঙ্গে সি আই আই-এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখার ডেপুটি চেয়ারম্যান রবি পোদ্দার জানিয়েছেন, শিল্পোন্নয়নের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছেন, তাতে ব্যবসায়ী মহলের অনেকেই খুশি।

বুদ্ধবাবুর হাত ধরে রাজ্যের ছবিটা যে অনেকটাই বদলে গিয়েছে, সি আই আইয়ের সদ্য নির্বাচিত পূর্বাঞ্চলীয় শাখার চেয়ারম্যান বি মুখুরামনও রাজ্যে ভোটের দিন চারেক আগে জোর গলায় তার প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর মতে পশ্চিমবঙ্গের পুরনো চেহারাটা আর নেই। ...শিল্প ও সাংবাদিক মহলের কাছে স্পষ্টভাষী বলে পরিচিত মুখুরামন সেদিন এমন কথাও বলেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে ধারণা বদলানোর সময় হয়েছে। ...কলকাতার শতাব্দী প্রাচীন বণিকসভা বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি বিশ্বদ্বীপ গুপ্ত। তাঁর মতে, এবারের নির্বাচনে বুদ্ধবাবুর ইমেজ নিশ্চিতভাবেই বড় ফ্যাক্টর ছিল। বিশেষ করে শিল্পমহল যেভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে ''ক্লিন চিট'' দিয়েছে, তাতে সিপিএমের বাড়তি ভোট পাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

...শিল্পমহলের কাছে ক্রমশই যে বুদ্ধবাবু জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন, তার প্রমাণ বণিকসভাগুলির বিভিন্ন সভাতেই ইদানীং পাওয়া যাচ্ছিল।

...ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্সের সেক্রেটারি জেনারেল নাজিব আরিফ আরো এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, রাজনৈতিক মতাদর্শের জায়গায় সিপিএম দলের প্রতি অনেকের ক্ষোভ থাকতে পারে। কিন্তু বুদ্ধবাবুর কারণে বেশ কিছু নতুন ভোট এবার তাঁর দল পেয়েছে। (ঐ)

শিল্পপতি হর্ষ নেওটিয়া ঃ কংগ্রেস যেহেতু সংস্কার কর্মসূচির উদ্‌গাতা, ফলে কেন্দ্রে সরকারের পরিবর্তনে আর্থিক সংস্কার কার্যক্রমের ওপর কোনও প্রভাব পড়বে না। কোন্ কোন্ বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে সে বিষয়ে কিছু পরিবর্তন আসতে পারে এবং বিলগ্নিকরণের বিষয়টিকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা হতে পারে। (টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, ১৪-৫-০৪)

সঞ্জয় বুধিয়া ঃ বাণিজ্যমহলের আশা, নতুন সরকার এন ডি এ-র গৃহীত নীতিকেই সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। নতুন সরকার 'ফিল গুড ফ্যাক্টর'-কেই আরো সম্প্রসারিত করুক — এই আমরা চাই। (ঐ)

অভিজিত সেন ঃ সংস্কার কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কংগ্রেস সরকার অসুবিধার সৃষ্টি করবে — এ কথা ভাবার কোন কারণ নেই, কারণ কংগ্রেসই এই কর্মসূচি চালু করেছিল। ফলে সরকারের পরিবর্তন অর্থনীতির ওপর কোন প্রভাবই ফেলবে না। (ঐ)

সি কে ধানুকা ঃ সরকারের পরিবর্তন হলেও আর্থিক সংস্কার কর্মসূচির গতি কমবে না, বরং কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের মধ্যে আমরা আরও বেশি সহানুভূতিশীল লোকজনকে খুঁজে পাবো। (ঐ)

ঘনশ্যাম সারদা ঃ বামফ্রন্টের সাহায্য নিয়ে কংগ্রেস সরকার গঠন করলে পাটশিল্পের সুবিধা হবে, কারণ পাটশিল্পের সমস্যা সম্বন্ধে সিপিএম ওয়াকিবহাল। (ঐ)

অমিয় গুপ্ত ঃ কংগ্রেস কোনদিনই সংস্কারের বিপক্ষে ছিলনা। টেলিকমে স্যাম পিত্রোদাকে নিয়ে এসে কংগ্রেসের রাজীব গান্ধীই সংস্কার কর্মসূচি চালু করেছিলেন। (ঐ)

জেহ্ ওয়াদিয়া (ডেপুটি এম ডি, বম্বে বার্মা) **ঃ** নতুন সরকার সংস্কার কর্মসূচি চালিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমার ধারণা। খুব বেশি হলে হয়তো সংস্কার পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারে। (ইকনমিক টাইমস্, ১৪-৫-০৪)

রাহুল বাজাজ (চেয়ারম্যান এবং এম ডি, বাজাজ অটো) **ঃ** শিল্পপতিরা কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের সঙ্গে ভালোভাবেই মানিয়ে নিতে পারবে, কেননা, সংস্কার কর্মসূচি নেওয়ার ক্ষেত্রে কংগ্রেসই পথপ্রদর্শক। (ঐ)

ঝাড়খণ্ড ঃ লাল ঝাণ্ডার মান বাঁচিয়েছে এস ইউ সি আই

যুগ যুগ ধরে নির্মম নিষ্ঠুর শোষণের সাক্ষী ঝাড়খণ্ড। গরিব আদিবাসী জনগণের প্রতি ক্ষমাহীন প্রতারণা এবং তার বিরুদ্ধে তীব্র গণবিদ্রোহের ইতিহাস রচিত হয়েছে এই রাজ্যে। প্রতারণার অবসান হয়নি আজও।

মর্যাদাপূর্ণ জীবন, জল-জঙ্গল এবং জমির ওপর অধিকার, বিপুল খনিজ সম্পদকে ভিত্তি করে কল-কারখানা তৈরি ও চাকরির সুযোগ সৃষ্টির মিথ্যা স্বপ্নে জনগণকে মোহগ্রস্ত করে পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের পর তিন বছর পার হয়ে গিয়েছে। যে আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার দোহাই দিয়ে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হল, নতুন রাজ্যে সেই আদিবাসীরাই অবাঞ্ছিত। কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে একের পর এক, জমিতে কাজ নেই। দলে দলে মানুষ ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে কাজের খোঁজে।

তিন বছর ধরে ঝাড়খণ্ডে চলছে বিজেপি শাসন। বেকারি, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, অনাহার, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ বেড়েই চলেছে। অভাবের সুযোগ নিয়ে আদিবাসীদের জমি গ্রাস আটকাতে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে আইন রচনায় ব্রিটিশ শাসকদের বাধ্য করা হয়েছিল, সেই আইন পুরোপুরি তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা তৈরি। দেশের সবচেয়ে গরিব রাজ্যগুলির অন্যতম এই ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা সদস্যদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অগ্রসর রাজ্যগুলির থেকে বেশি ছাড়া কম নয়। মন্ত্রী-আমলাদের বিলাস-ব্যসন ক্রমাগত বাড়ছে। শাসক দল ও ভোটসর্বস্ব বিরোধী দলগুলি গরিব মধ্যবিত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ঘৃণা কুড়োচ্ছে। জনগণ ক্রমেই ভোট দেওয়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে এবারের লোকসভা নির্বাচনে গণসংগ্রামের ঝাণ্ডা একক হাতে তুলে ধরে এই নির্বাচনে লড়েছে এস ইউ সি আই। সারা দেশের মতো এখানেও প্রচারমাধ্যম দুটি পক্ষকেই তুলে ধরেছে — একদিকে, জনতা দল (ইউ)কে সঙ্গে নিয়ে বিজেপি জোট; অন্যদিকে, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ও আর জে ডি-কে নিয়ে তৈরি কংগ্রেস জোট। জনতা দল (ইউ)কে বিজেপি এবার একটিও আসন না দেওয়ায় তারা প্রকাশ্যে অন্তর্ঘাতের কথা বলছে। অন্যদিকে, পৃথক ঝাড়খণ্ডের মূল প্রবক্তা ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা এবং আলাদা রাজ্য গঠনের ঘোর বিরোধী আর জে ডি-কে সাথে নিয়ে কংগ্রেস নীতিহীন জোট তৈরি করেছে জনসাধারণের বিজেপি-বিরোধী মানসিকতা থেকে ফয়দা লুঠতে।

এই অবস্থায়, বামপন্থী ঐক্যের জন্য আমাদের দলের আবেদন অগ্রাহ্য করে ভোট-রাজনীতির ঘোলা জলে মাছ ধরতে সি পি আই এবং সি পি আই (এম) কংগ্রেস-জোটে সামিল হয়। এরই বিপরীতে একক শক্তিতে বামপন্থার ঝাণ্ডা উর্ধ্বে তুলে ধরে শিল্পনগরী জামশেদপুরে প্রার্থী দিয়েছিল এস ইউ সি আই। রাজ্য জুড়ে অন্যান্য দলের হয় কোটিপতি ধনী, না হয় দাগি ক্রিমিনাল প্রার্থীদের ভিড়ের মাঝে এস ইউ সি আই দলের বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিত সংগ্রামী চরিত্রের অধিকারী প্রার্থী কমরেড সীতারাম টুডুকে ব্যতিক্রম — কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত ব্যতিক্রম বলে মনে করেছে সাধারণ মানুষ। কমরেড টুডুর নিষ্কলুষ সংগ্রামী চরিত্র ও নিঃস্বার্থ রাজনৈতিক জীবন সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল আবেদন সৃষ্টি করেছে। দলের সাংবাদিক সম্মেলনে এসে পত্রকারদের কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে বলেছেন — ''এমন রাজনীতি শুনেছি স্বদেশি যুগে হত। আপনাদের মধ্যে সেই ধারা জীবিত আছে।'' সর্বস্তরের বামপন্থী প্রগতিশীল মানুষের নৈতিক সমর্থন ছিল এস ইউ সি আইয়ের পক্ষে। কয়েকটি বামপন্থী সংগঠন সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে এস ইউ সি আই প্রার্থীকে সমর্থন করেছে। পার্টি কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটও চেয়েছে, টাকাও চেয়েছে। স্থানীয় সংবাদপত্রে বিস্ময়চিহ্ন দিয়ে খবর ছাপা হয়েছে ''এস ইউ সি আই ভোট আর নোট দুই-ই চাইছে!'' কারণ তারা এযাবৎ ভোটে রাজনৈতিক দলকে অঢেল খরচ করতেই দেখে। জনগণের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে কোন দলকে লড়তে তারা দেখেনি। স্থানীয় সংবাদপত্র এমন লিখলেও সাধারণ মানুষ কিন্তু কমরেডদের ফিরিয়ে দেননি। তাঁরা বলেছেন — ''আপনারা গরিবের পার্টি, আপনারা ভোটে লড়ার টাকা পাবেন কোথায়?'' দরাজ হাতে তাঁরা পার্টি ফাণ্ডে টাকা দিয়েছেন।

জামশেদপুরে সরকারি অফিসে প্রচারে সি পি আই ইউনিয়ন বাধা দিলেও কর্মচারীরা স্ব-উদ্যোগে দলের কর্মীদের ডেকে অফিসের ঘরে ঘরে প্রচারে সাহায্য করেন। জামশেদপুরে সিপিআই-এর প্রভাব এককালে খুব বেশি ছিল। সিপিআইয়ের অবাম ও দেউলিয়া রাজনীতির পরিণামে হতাশ প্রবীণ বামপন্থী মানুষেরা এবার এস ইউ সি আইয়ের রাজনীতির মধ্যে আশার আলো দেখেছেন। ব্যাঙ্ক কর্মীদের অনেকেই পার্টির বক্তব্য যৌথভাবে পড়ে এস ইউ সি আইকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁরা খোলাখুলি বলেছেন — ''গরিব আদিবাসীদের ঠকিয়ে বিপুল সম্পত্তি করেছে যে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, বিজেপির সঙ্গে আসন সমঝোতা না হওয়ায় যারা বিজেপিকে ছেড়ে কংগ্রেসের পক্ষে এসেছে — তাদের সমর্থনে সিপিআই- সিপিএম নির্বাচনে নেমেছে। লাল ঝাণ্ডার মান বাঁচিয়েছে এস ইউ সি আই।''

জামশেদপুরের পাশে পশুডিহ। পার্টির কমরেডরা এখানে ঘরে ঘরে যান পত্রিকা দিতে, চাঁদা চাইতে, জল-বিদ্যুৎ প্রভৃতির দাবিতে আন্দোলনের আহ্বান জানাতে। এখানে দলের পথসভা চলেছে দু'ঘণ্টা। ভীড় করে মানুষ শুনেছে। দলের বক্তব্যে অভিভূত এক শিক্ষকের মন্তব্য — অনেক পার্টিই তো মিটিং করলো, প্রাণহীন কিছু কথা আর কুৎসা। আপনাদের

সাতের পাতায় দেখুন

ইরাকে স্বাধীনতার লড়াই চলছেই

১ মে ঃ দক্ষিণ ইরাকের আমারা শহরে শিয়াপন্থী মেহেদি সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে ২ জন মার্কিন সেনা মারা গেছে। এই শহরেই অপর এক সংঘর্ষের ঘটনায় ৩ ব্রিটিশ সেনা এবং ফিজির ২ ভাড়াটে সেনা নিহত হয়েছে।

কূট শহরেও মেহেদি সেনাদের সঙ্গে ব্রিটিশ ফৌজের সারারাত ধরে সংঘর্ষ চলেছে। এ সংঘর্ষে মেহেদি সেনারা ভারী কামান ও মর্টার ব্যবহার করেছে। ক্ষয়ক্ষতির বিস্তৃত খবর না মিললেও কূট শহরের খানিকটা অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ সেনারা পশ্চাদপসরণ করেছে। নজাফ, কারবালা ও কূপা শহরের বৃহৎ একটা অংশ এখনও মেহেদি সেনার হাতে রয়েছে।

২ মে ঃ বাগদাদের উত্তর পশ্চিমে গেরিলা যোদ্ধাদের আক্রমণে ২ জন মার্কিন সেনা ও ৩ জন ইরাকি পুলিশ নিহত হয়েছে। (রয়টার্স, আনন্দবাজার, ৩-৫-০৪)

বাগদাদ শহর থেকে ৩০ মাইল পশ্চিমে একটি মার্কিন সেনাঘাঁটিতে গেরিলারা ভারী কামান ও মর্টার নিয়ে আক্রমণ চালালে ৬ জন মার্কিন সেনা মারা গেছে।

কিরকুক শহরের রাস্তায় পেতে রাখা মাইন বিস্ফোরণের ফলে মার্কিন সেনা কনভয়ের ৩টি হামভি ট্রাক, ২টি সাঁজোয়া গাড়ি ধ্বংস হয়েছে এবং ১টি ব্রাজন ট্যাঙ্ক আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ৩-৫-০৪)

৩ মে ঃ শিয়া অধ্যুষিত দক্ষিণ ইরাকের কূট শহরে ছোটো ছোটো অস্ত্র ও রকেট চালিত গ্রেনেডের সাহায্যে মেহেদি সেনারা একটি মার্কিন সেনা কনভয়ের উপর আক্রমণ চালিয়ে ২ জন মার্কিন সেনার মৃত্যু ঘটিয়েছে।

বাগদাদ শহরে এক সংঘর্ষের ঘটনায় ৭ জন ইউক্রেনিয় সেনা এবং মার্কিন দালাল ইরাকি মিলিশিয়ার ৩ সদস্য মারা গেছে। (ডেকান হেরাল্ড, ৪-৫-০৪)

৪ মে ঃ বাগদাদের পশ্চিম শহরতলিতে বহু আলোচিত আবু ঘ্রাইব জেলখানা থেকে ৫ কিমি দূরে একটি স্থানে পর পর কয়েকটি বিস্ফোরণের ঘটনায় গোটা অঞ্চল কেঁপে ওঠে। বহু ঘরবাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। আবু ঘ্রাইব জেলখানার দুটি দেওয়ালেও ফাটল দেখা দিয়েছে। মসুল শহরে এক সংঘর্ষের ঘটনায় ১৫ জন পোল সেনা মারা গেছে। (দি হিন্দু, ৫-৫-০৪)

৫ মে ঃ দক্ষিণ ইরাকের কূপা ও কূট শহরে মেহেদি সেনাদের সঙ্গে ইতালিয় সেনাদের জোর সংঘর্ষ হয়েছে, ১৩ ইতালিয় সেনা মারা গেছে। (দি হিন্দু, ৬-৫-০৪)

এক অতর্কিত আক্রমণে কারবালা শহরের প্রবেশপথে একটি চেকপোস্টে প্রহরারত একজন মার্কিন সেনা মারা গেছে।

বাগদাদ শহরের উপকণ্ঠে মেহেদি সেনাদের সঙ্গে মার্কিন সেনাদের জোর সংঘর্ষ হয়েছে। (আনন্দবাজার, ৬-৫-০৪)

৬ মে ঃ নজাফ শহরে প্রশাসনিক ভবনগুলি পুনর্দখল করার জন্য ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়িতে সজ্জিত এক বিশাল মার্কিন বাহিনী শহরে ঢোকার চেষ্টা করলে মেহেদি সেনাদের সঙ্গে তাদের জোর সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষে বহু হতাহত হয়।

বাগদাদ শহরের সুরক্ষিত বলয়ের মধ্যে একটি আত্মঘাতী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে ইরাকে মার্কিন প্রশাসনিক সদর দপ্তরের বিশাল ভবনটির একটি অংশ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে ৫ ইরাকি ও ১ জন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। ২ জন মার্কিন সেনা সহ ২৫ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। (স্টেটস্ম্যান, ৭-৫-০৪)

নজাফে জোর লড়াই চলছে

৭ মে ঃ গতকাল থেকে শুরু হওয়া মার্কিন সেনাদের নজাফ দখলের লড়াই আজও অব্যাহত রয়েছে। ইতিপূর্বে মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষ দাবি করেছিল মার্কিন সেনারা নজাফ প্রদেশের গর্ভনর হাউস পুনর্দখল করেছে। কিন্তু আল জাজিরা টিভিতে দেখানো ছবিতে দেখা গেছে, নজাফের গর্ভনর হাউসে তখন আল সদরের সবুজ পতাকা পতপত করে উড়ছে। (ডেকান হেরাল্ড, ৮-৫-০৪)

মসুল শহরে এক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ৪ ইরাকি পুলিশ নিহত এবং ১ জন আহত হয়েছে।

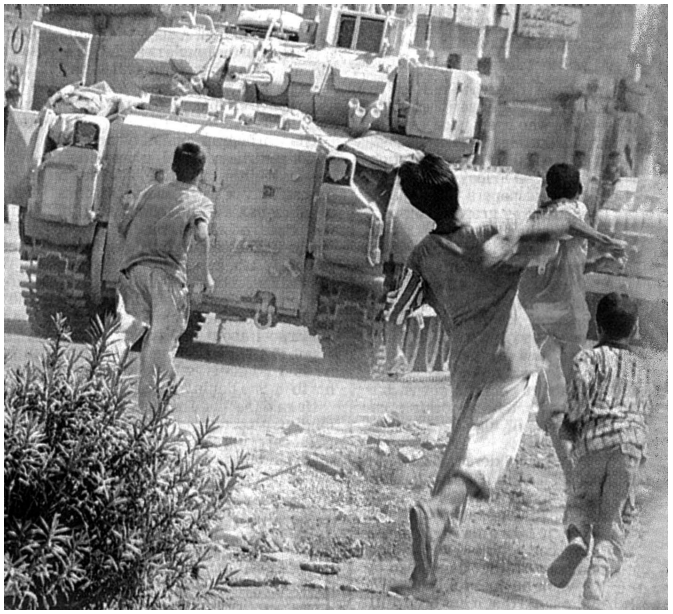

বাগদাদে ইরাকি কিশোররা মার্কিন ট্যাঙ্ক লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ছে

বাগদাদ শহরের দক্ষিণ শহরতলির লতিফিয়াতে এক সংঘর্ষে জোট বাহিনীর ৩ জন নাইজেরিয় সেনা মারা গেছে। (রয়টার্স, আনন্দবাজার, ৮-৫-০৪)

৮ মে ঃ উত্তর ইরাকের বাকুবা শহরে গেরিলারা একটি মার্কিন সেনা ঘাঁটিতে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে একজন মেজর সহ ১০ মার্কিন সেনাকে পণবন্দী করেছে। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রও তারা লুঠ করে নিয়ে গেছে। তেলের ট্যাঙ্কারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

তিকরিত শহরে মার্কিন দালাল ইরাকি মিলিশিয়া বাহিনীর একটি ঘাঁটি গেরিলারা ডিনামাইটের সাহায্যে উড়িয়ে দেওয়ায় ২৫ জন ইরাকি মিলিশিয়া নিহত ও ১২ জন আহত হয়েছে। (ডেকান হেরাল্ড, ৯-৫-০৪)

মসুল শহরে একটি মার্কিন সেনা চৌকির উপর মর্টার আক্রমণ চালানো হলে ৩ মার্কিন সেনা নিহত ও ২ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। (দি হিন্দু, ৯-৫-০৪)

৯ মে ঃ বাগদাদের জনবহুল বাজার এলাকা বায়ায় একটি শক্তিশালী বিস্ফোরণে ৭ জন ইরাকি পুলিশ নিহত ও ৯ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। (দি স্টেটস্ম্যান, ১০-৫-০৪)

দক্ষিণ ইরাকের আমারায় মেহেদি সেনা ও ব্রিটিশ ফৌজের মধ্যে জোর লড়াই চলছে। গেরিলারা গভর্নরের বাড়ি লক্ষ্য করে মর্টারের গোলা ছুঁড়েছে। কারণ এখানেই ব্রিটিশ সেনারা ঘাঁটি গেড়েছে। মর্টারের গোলায় ৪ ব্রিটিশ সেনা নিহত ও ৮ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।

বাগদাদের শহর-তলি এলাকগুলিতেও মেহেদি সেনা ও জোট সেনাদের সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। বাগদাদের পশ্চিম শহরতলি আমিদিয়াতে মোতায়েন জোট বাহিনীর নাইজেরিয় সেনাদের একটা দল (আনুমানিক ১৫০ জন সেনা) মেহেদি সেনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করায় আমিদিয়ার দখল নিয়েছে মেহেদি সেনারা। (রয়টার্স, এ এফ পি, ১০-৫-০৪)

১০ মে ঃ বাগদাদের ৮০ কিমি দক্ষিণে হিলাতে গেরিলারা একজন মার্কিন সহযোগী বিচারপতিকে গুলি করে মেরেছে।

ডিনামাইটের সাহায্যে গেরিলারা উত্তর বাগদাদে একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ধ্বংস করেছে।

ফালুজা শহরে মার্কিন মেরিন সেনাদের একটা কনভয় ঢুকে পড়েছিল, প্রতিরোধ যোদ্ধাদের তাড়া খেয়ে মেরিন সেনারা তাদের ঘাঁটিতে ফিরে আসে। (দি স্টেটস্ম্যান, ১১-৫-০৪)

১১ মে ঃ কিরকুক শহরে ভিড়ে ঠাসা বাজার এলাকায় একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে টহলরত ইরাকি পুলিশের ৪ সদস্য সহ ১২ জন নিহত এবং ২২ জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে ১০ জনের অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক। বিস্ফোরণের তীব্রতায় বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে কাঠের তৈরি দোকানগুলোতে আগুন লেগে যায়।

কুফার কাছে স্কিরমিপ শহরে মেহেদি সেনারা একটি মার্কিন সেনা কনভয়ের উপর আক্রমণ চালিয়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র লুঠ করে নিয়েছে। লুঠ হওয়া অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে কয়েকটি রকেট লঞ্চার এবং ক্ষেপণাস্ত্রও রয়েছে।

মেহেদি সেনাদের আক্রমণের তীব্রতায় ব্রিটিশ সেনারা নজাফ শহরের বাইরে ঘাঁটি গেড়েছে।

উত্তর ইরাকের সামারা শহরে রাস্তায় পেতে রাখা বোমা ফেটে ৩ জন ওলন্দাজ সেনা মারা গেছে। (দি স্টেটস্ম্যান, ১২-৫-০৪)

১২ মে ঃ পশ্চিম ইরাকে এক সংঘর্ষে ১ জন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। বাকুবা শহরে মার্কিন দালাল ইরাকি মিলিশিয়া বাহিনীর একটি গাড়িতে গেরিলারা আক্রমণ চালালে ৪ জন মিলিশিয়াম্যান মারা গেছে। কারবালাতে মেহেদি সেনাদের সঙ্গে আমেরিকান সেনাদের রাতভর সংঘর্ষ চলছে। হতাহতের খবর মেলেনি। তিকরিতে এক সংঘর্ষে ৩ পোলিশ সেনা মারা গেছে। (রয়টার্স, এ এফ পি, ১৩-৫-০৪)

১৩ মে ঃ কারবালা শহরে মেহেদি সেনাদের সঙ্গে মার্কিন সেনাদের জোর সংঘর্ষ চলছে। শহরের রাস্তায় দুটি মার্কিন ট্যাঙ্ক দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, এই দুটি ট্যাঙ্কের উপর রকেট চালিত গ্রেনেড এসে পড়ায় এই বিপত্তি ঘটেছে। প্রসিদ্ধ ইমাম হুসেন মসজিদ থেকে প্রায় ১ কিমি দূরে একটি স্থানে দু'পক্ষের মধ্যে জোর সংঘর্ষ চলছে। শহরের প্রধান থানা লুঠ করে বিদ্রোহীরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পালিয়েছে।

নজাফ শহরে সারারাত ধরে মেহেদি সেনাদের সঙ্গে মার্কিন সেনাদের জোর সংঘর্ষ চলছে। এ শহরে একটি মার্কিন অস্ত্রাগারে মেহেদি সেনারা আগুন লাগিয়ে দিলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। (দি হিন্দু, ১৪-৫-০৪)

১৪ মে ঃ নজাফ শহরের কবরখানা এলাকায় মেহেদি সেনাদের সঙ্গে মার্কিন সেনাদের জোর সংঘর্ষ চলছে। বিশাল ট্যাঙ্ক বাহিনী দিয়ে মার্কিন সেনারা কবরখানা ঘিরে রেখেছে।

ধর্মীয়স্থান থেকে ১ কিমি দূরে শহরের প্রধান থানার সামনেও দু'পক্ষের মধ্যে লড়াই চলছে। গুলি বোমা ও বিস্ফোরণের আওয়াজে গোটা শহর বারবার কেঁপে উঠেছে।

বাগদাদ শহরের উপকণ্ঠে সদর সিটি-র বস্তি এলাকায় মেহেদি সেনাদের সঙ্গে মার্কিন সেনাদের জোর সংঘর্ষ চলছে। হতাহতের খবর মেলেনি। (দি টেলিগ্রাফ, ১৫-৫-০৪)

ইরাকের আবু ঘ্রাইব জেলে বন্দীদের ওপর পৈশাচিক নির্যাতনের প্রতিবাদে গত ১১ মে ত্রিবান্দ্রমে এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ

বসরা এখন গণঅভ্যুত্থানের কেন্দ্র

''হিট অ্যান্ড রান'' এই রণকৌশল নিয়ে এ কে-৪৭ রাইফেল এবং রকেটচালিত গ্রেনেড সজ্জিত প্রায় হাজার খানেক মেহেদি সেনা গত ৮ মে শহরে টহলরত ব্রিটিশ সেনাদের উপর গুলিবর্ষণ করতে করতে দক্ষিণ ইরাকের বন্দর শহর বসরায় ঢুকে পড়ে। অতি দ্রুত মেহেদি সেনারা বসরা শহরের কয়েকটি সরকারি ভবন দখল করে সেখানে অস্থায়ী ঘাঁটি গেড়ে বসে। শহরের রাস্তাগুলিতে তৈরি ব্যারিকেডের আড়ালে প্রহরী মোতায়েন করে। শহরে কয়েকটি চেকপোস্টও বসানো হয়। বসরা শহরে মেহেদি সেনাদের ঢোকার খবর পেয়ে কয়েক হাজার উদ্বেল মানুষ যা হাতের কাছে পেয়েছে তা নিয়েই পথে নামে এবং সাদার্ন অয়েল কোম্পানির সদর দপ্তরের সামনে এসে জড়ো হয়। ক্ষিপ্ত জনতাকে দেখে তেল কোম্পানির অফিস ভবনের প্রহরীরা ভয়ে গা ঢাকা দেয়। সেই সুযোগে একদল কিশোর অফিস ভবনটির ছাদে উঠে পতাকা দণ্ড থেকে ব্রিটিশ পতাকাটি খুলে নিয়ে সেখানে আল সদর মোকতাদার একটি সবুজ পতাকা উড়িয়ে দেয়।

অভ্যুত্থানের খবর পেয়ে সাঁজোয়া গাড়ি ও ট্যাঙ্কে সজ্জিত এক বিশাল ব্রিটিশবাহিনী বিদ্রোহীদের বাধা দিতে ছুটে আসে। ইরাকি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক-এর সদর দপ্তরের সামনে দু'পক্ষের মধ্যে জোরদার সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। মেহেদি সেনারা শহর থেকে বার হবার পথে দক্ষিণমুখী একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুর দখল নেয়। সেতুটির ওপর রকেট চালিত গ্রেনেড ছোঁড়ার একটি প্ল্যাটফর্ম বসিয়ে তা থেকে জোট বাহিনীর সদর দপ্তর লক্ষ্য করে শয়ে শয়ে গ্রেনেড ছোঁড়া শুরু হয়। তারই আঘাতে ব্রিটিশবাহিনীর সদর দপ্তর ভবনের একাংশ ভেঙে পড়ে এবং গোটা অঞ্চলে আগুন ধরে যায়। যুদ্ধ করতে করতে কয়েকটি ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি দলছুট হয়ে পড়লে, কিশোর ও যুবকরা সেগুলিকে লক্ষ্য করে পেট্রোল বোমা ছুঁড়ে দেয়। গাড়িগুলি দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। ব্রিটিশ সেনাদের একাংশ প্রাণ বাঁচাতে বসরার শহরতলি হানায়া'র শ্রমিক বস্তির গলি ঘুঁজির মধ্যে ঢুকে পড়ে, জনতা তাদের তাড়া করে কয়েকজনকে ধরে ফেলে এবং জনতার প্রহারে জনা তিরিশেক সেনার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে মেহেদি সেনারা ঘটনাস্থলে এসে ব্রিটিশ সেনাদের উদ্ধার করে এবং তাদের গ্রেপ্তার করে ফাটকে পোরে। বিপর্যস্ত ব্রিটিশ বাহিনী অল্প কিছু সংখ্যক সেনাকে বসরায় রেখে বাকিদের সঙ্গে নিয়ে শ্বেতপতাকা উড়িয়ে বসরার প্রতিবেশী শহর কুর্দ অধ্যুষিত আরবিলের দিকে সরে আসে।

পরদিন ৯ মে মার্কিন ও ব্রিটিশ বোমারু বিমান সঙ্গে নিয়ে ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়িতে সজ্জিত এক বিশাল ব্রিটিশ বাহিনী বসরা শহর পুনর্দখল করার জন্য এগোয়। মেহেদি সেনারা বসরা শহরের প্রবেশ পথে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর উপরে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু ধ্বংস করায় ব্রিটিশ বাহিনীকে অনেক ঘুরপথে বসরা শহরে ঢুকতে হয়। তার আগেই মার্কিন ও ব্রিটিশ বোমারু বিমানগুলি বসরায় জনবসতি এলাকায় বোমাবর্ষণ শুরু করে দেয়। প্রতিটি এলাকায় শয়ে শয়ে সাধারণ ইরাকির মৃতদেহ স্তূপাকার হয়ে ওঠে। জোটবাহিনীর বোমাবর্ষণে নিহত ইরাকিদের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম বিভিন্ন সংখ্যা দিয়েছে। তবে সাধারণভাবে জানা গেছে, দখলদার মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনীর বোমাবর্ষণে ৭০০ জন ইরাকি মারা গেছে। বসরা শহরের প্রবেশ পথে সামাওয়া শহরে ব্রিটিশ ও মার্কিন ফৌজের সঙ্গে মেহেদি সেনাদের জোরদার লড়াই শুরু হয়। বসরাকে দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত রাখার লড়াইয়ে বসরা ও সামাওয়ার মেহেদি সেনাদের পাশে এসে দাঁড়ায় দক্ষিণ ইরাকের অন্য সব শিয়া অধ্যুষিত শহরে সংঘর্ষরত মেহেদি সেনারা এবং ইরাক জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের নেতৃত্বাধীন ফালুজার বীর লড়াকুরা। সারা দিন সারা রাত ধরে সংঘর্ষ চলে, আড়াই দিনের মাথায় ১১ মে দুপুরে ব্রিটিশ ও মার্কিন বাহিনী বসরায় ঢোকে। তবে পুরো শহরটা তখন তাদের দখলে আসেনি। ১২ মে সন্ধ্যার দিকে সংবাদ সংস্থা সি এন এন জানিয়েছে, বসরা শহরের শ্রমিক এলাকাগুলিতে 'হিট অ্যান্ড রান' এই পদ্ধতিতে গেরিলারা এখনও দখলদারদের ঠেকিয়ে রেখেছে।

বিশাল সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুঝতে না পারলে হয়তো অনতিবিলম্বে বসরার পতন ঘটবে, তবে এটাই একমাত্র সত্য নয়। আগামী দিনে ইরাকের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ফালুজা ও নজাফের পাশেই বসরা শহরের নামও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। বসরার আগামী প্রজন্ম এটা ভেবে গর্বিত হবে যে, তাদের পিতা-পিতামহেরা বিনা যুদ্ধে বসরা শহরের এক ইঞ্চি জমিও দখলদারদের হাতে তুলে দেয়নি। (হিন্দু, ৯ ও ১০ মে এবং ডেকান হেরাল্ড, ১১ মে)

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহ্যে কলঙ্কলেপন করল ভারত সরকার

ভারত সরকার সরকারিভাবে ইরাকে সেনা না পাঠালেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর বহু প্রাক্তন জওয়ান ও অফিসার এখন ইরাকে মার্কিন সেনাবাহিনীর অধীনে নানা কাজকর্মে নিযুক্ত আছে। বিভিন্ন বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থা, মুম্বাইস্থিত ট্রিগ গার্ডফোর্স, যাদের অন্যতম, বহু টাকা বেতনের বিনিময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন জওয়ান ও অফিসারদের ইরাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। ট্রিগ গার্ডফোর্স সংস্থার হয়ে ৩ জন প্রাক্তন সেনা অফিসারের নেতৃত্বে ৪০ জন জওয়ানের একটি দল এখন ইরাকের একটি বন্দরে নিরাপত্তা কর্মী হিসাবে নিযুক্ত। এই সংস্থার বেতনভোগী ১ হাজার জন নিরাপত্তা কর্মী এখন ইরাকে মোতায়েন রয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দখল করা ইরাকি তেলকূপগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কাজে এদের অনেককেই নিয়োগ করা হয়েছে। আসলে ইরাকে দখলদার মার্কিন ফৌজের হয়ে কাজ করছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন জওয়ান ও অফিসারের দল।

এসব অবসরপ্রাপ্ত জওয়ান ও অফিসারদের বিভিন্ন পদাধিকার অনুযায়ী মাসে ২২ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন দেওয়া হয়ে থাকে। এমন মোটা অঙ্কের বেতনের লোভে শুধু অবসরপ্রাপ্তরা নন, কর্মরত জওয়ান এবং অফিসাররা কাজে ইস্তফা দিয়ে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় নিরাপত্তা কর্মীর পদে যোগ দিচ্ছেন। এ তথ্য সম্পর্কে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সরকারের পরোক্ষ মদতে এইসব ভারতীয় প্রাক্তন সেনারা ইরাকে মার্কিন শাসকদের ভাড়াটে সেনার ভূমিকা পালন করার দ্বারা ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহ্যে কালিলেপন করেছে। (সূত্র ঃ সাপ্তাহিক আউটলুক, ২৬ এপ্রিল - ৩ মে সংখ্যা)।

কমরেড ফতেমা লস্করের জীবনাবসান

কুলতলীর চুপড়িঝাড়া অঞ্চলের এস ইউ সি আই কর্মী কমরেড ফতেমা লস্কর ৩০ মার্চ রাত ৯টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তেভাগা আন্দোলনের সময় জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলানের সংস্পর্শে এসে কমরেড মুছা লস্কর ও তাঁর স্ত্রী ফতেমা দলের সাথে যুক্ত হন। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেসী জোতদাররা আরও তিনজন এস ইউ সি আই সংগঠকের সাথে কমরেড মুছা লস্করকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে। মর্মান্তিক এই ঘটনা সত্ত্বেও কমরেড ফতেমা লস্কর ভেঙে না পড়ে দলের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেছেন।

কমরেড ফতেমা লস্কর লাল সেলাম

ব্রাজিলের ভূমিহীনরা জমি দখল করল, দাবি জানাল ভূমি সংস্কারের

২০০৩-এর জানুয়ারি, যখন পূর্বতন শ্রমিক নেতা লুইস ইনাসিও লুলা ডি সিলভা ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন, তখন ভূমিহীন কৃষকরাই ছিল তাঁর ওয়ার্কার্স পার্টির বিজয়ের মূল মিত্রশক্তি। ল্যাটিন আমেরিকার বৃহত্তম, সবচেয়ে ধনী এবং জনবহুল এই দেশের সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতায় লুলা অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে প্রত্যাশা ছিল যে, চূড়ান্ত দারিদ্র্য কবলিত লক্ষ লক্ষ ব্রাজিলীয়দের সমস্যা সমাধানের কথা ঘোষিত হবে। কিন্তু তা হয়নি।

তাই আজ ব্রাজিলের সবচেয়ে গরিব ৪০ লক্ষ ভূমিহীন কৃষক এম এস টি সংগঠনের নেতৃত্বে আন্দোলনের পথে। এম এস টি নেতৃত্বের অভিযোগ লুলা সরকার ভূমিহীনদের দুঃখযন্ত্রণা নিরসনে উদাসীন। ফলে এই বিশাল দেশ জুড়ে কৃষকরা বড় বড় কৃষি খামারের জমি দখল করতে শুরু করেছেন, সরকারি দপ্তরগুলিও দখল করছেন এবং রাস্তা অবরোধ চলছে।

ব্রাজিলের ৯০ শতাংশ সম্পত্তির মালিক মাত্র ২০ শতাংশ মানুষ। আর সবচেয়ে দরিদ্র ৪০ শতাংশ জনগণ এক শতাংশ সম্পত্তির মালিক। দেশের ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ জনগণের মধ্যে ৫ কোটি জনগণ অত্যন্ত গরিব। তাঁরা শোচনীয় অবস্থায় দিন কাটান।

মার্চ-এর মাঝামাঝি নাগাদ কৃষকরা ৫০টি এস্টেট (বৃহৎ জোত) দখল করে এবং নিজেরাই কৃষিখামার গড়ে তোলে। লক্ষণীয় যে, কৃষকরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাহিয়া রাজ্যের ভেরাসেলের ইউক্যালিপটাস বাগান দখল করেছিল। ভেরাসেলের এই উদ্যানটির অর্ধেক মালিকানা সুইডেনের একটি বেসরকারি কাগজ কোম্পানির। মুনাফার লোভ দেখিয়ে লুলা সরকার যেসব বিদেশি কোম্পানিকে ব্রাজিলে ডেকে এনেছিল, তাদের মধ্যে উপরোক্ত কোম্পানিটিই সবচেয়ে বড়।

এম এস টি আন্দোলনের এক মুখপাত্র জার্মান প্রেস এজেন্সি ডিপিএকে বলেছেন, 'ইউক্যালিপটাস খেয়ে কেউ বাঁচতে পারে না।' কৃষকরা তাই দশ একর জমির ইউক্যালিপটাস তুলে ফেলে দিয়ে সেখানে সবজি চাষের ব্যবস্থা করেছে।

এপ্রিলের ৬ তারিখে হাজার হাজার কৃষক উত্তর পূর্বাঞ্চলের অপর রাজ্য পারনামবুকোতে সরকারি অফিসগুলো দখল এবং রাস্তা অবরোধ করে। এপ্রিলের ১১ তারিখে সাওপাওলো রাজ্যে দুটিরও বেশি ফার্ম দখল করা হয়। গত এক বছরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে এবং সরকারি বাহিনী ও ভূস্বামীদের সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনীর হাতে বহু আন্দোলনকারী নিহত হয়েছেন।

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ভূমিসংস্কারের জন্য চাপ সৃষ্টির আন্দোলনেরই অংশ। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে এম এস টি নেতা যোয়াও পেড্রো স্টেডাইল ব্রাজিলের অভিজাতবর্গ এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের প্ররোচনামূলক ভীতিপ্রদ সংবাদের বিরুদ্ধে গোটা ব্রাজিলকে প্রতিবাদে জ্বলে ওঠার জন্য আহ্বান জানান।

লুলা অত্যন্ত সতর্কভাবে পা ফেলেছেন। দুই বিপরীত শ্রেণীস্বার্থের চাপের ফাঁদে তিনি পড়েছেন। রাষ্ট্রপতি পদে বসে যে রাষ্ট্রটিকে তাঁকে সেবা করতে হবে, অর্থাৎ যে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রক্ষা করতে হবে, সেই রাষ্ট্রটির কর্তৃত্ব রয়েছে দেশি-বিদেশি শিল্প ও কৃষি বাণিজ্যিক মহলের হাতে। অন্যদিকে রয়েছে ব্যাপক জনগণের স্বার্থ, যা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই লুলা জনগণের ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। কৃষক আন্দোলনকে শান্ত করার লক্ষ্যে লুলা সরকার ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়ার জন্য ৫,০০০০০ ডলার মঞ্জুর করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন ২০০৬ সালের মধ্যে ৩,৫৫০০০ জন চাষীকে জমি দেওয়া হবে। এম এস টি নেতৃত্বের দাবি পরবর্তী চার বছরে ১০ লক্ষ চাষীকে জমি দিতে হবে।

সংবাদ সংস্থা ইউ পি আই জানাচ্ছে, এপ্রিলের ৭ তারিখে এম এস টির স্থানীয় নেতা ক্লডিওসির ভিয়েরা বলেন, 'যেভাবে সরকার এগোচ্ছে তাতে আমাদের লক্ষ্য কখনই পূরণ হবে না। ফলে জমির দখল নিতে হবে।'

লুলা অবশ্য ব্রাজিলের ধনপতিদের সম্পত্তির আইনি অধিকার লংঘন না করার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ''সামাজিক ন্যায় এবং উৎপাদনশীল জমি সুবণ্টন করে কর্মসংস্থান করে দেওয়ার জন্য কৃষি সংস্কার চালিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু তা গায়ের জোরে করা যাবেনা, শ্রমিকদের দ্বারাও না, তাদের বিরোধীদের দ্বারাও না।'' এর দ্বারা তিনি কার্যত কৃষকদের আন্দোলনকেই নিরুৎসাহিত করলেন এবং মালিকদের সঙ্গে সহযোগিতার লাইনই নিলেন।

লুলা সরকার এই মহাদেশে আমেরিকার আর্থ-রাজনৈতিক পরিকল্পনার বিরোধিতা করে সমাজতান্ত্রিক কিউবা ও ভেনেজুয়েলার প্রগতিশীল সরকারের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থান নিয়ে দেশের মধ্যে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর সরকার ব্রাজিলের শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র কৃষকদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের হাতিয়ার হতে পারবে কিনা — এটাই তাঁর সামনে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। (ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড, ৬-৫-০৪)

গুজরাটে এস ইউ সি আই-এর নির্বাচনী প্রচার জনমনে প্রভাব ফেলেছে

এস ইউ সি আই গুজরাট ইউনিটের পক্ষ থেকে নিম্নের প্রতিবেদনটি ১২ মে, অর্থাৎ ভোট গণনার আগের দিন ই-মেল মারফৎ গণদাবীর দপ্তরে আসে। ১৩ তারিখ ভোটের ফলাফলে দেখা গেল, ২৬টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৪টি পেয়েছে বিজেপি, আর বিজেপি'র অপশাসনের বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভের সুযোগ নিয়ে কংগ্রেস পেয়েছে ১২টি। অর্থাৎ গুজরাট রাজ্যের ক্ষমতায় বিজেপি বসে আছে ব্যাপক জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতেই — এই দাবি সত্য নয় বলেই প্রমাণিত হল।

গুজরাট নিয়ে বিজেপি'র যে বিরাট ভাবমূর্তি গড়ে তোলা হয়েছিল এবারের নির্বাচনী প্রচারকালেই সেই ফানুস ফেটে যাওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল।

গুজরাটে বিজেপি দাঁড়িয়ে আছে কেবল প্রতারণা, মিথ্যাচার, ছলচাতুরি এবং উগ্র হিন্দুত্বের উপর। বিজেপি এবং সংঘপরিবারের হাতে এটাই নিকৃষ্ট ব্রহ্মাস্ত্র। তারা শুধু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই বাধায় না, সঙ্কীর্ণতাবাদ এবং আঞ্চলিকতাবাদেও উস্কানি দেয়। ১ মে গুজরাট রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসে নরেন্দ্র মোদী দম্ভের সাথে ঘোষণা করেছেন, গুজরাট সম্পর্কে কোন সমালোচনাই তাঁরা বরদাস্ত করবেন না। হিন্দুত্বের কর্মসূচিকে হাতিয়ার করে বিজেপি বিগত বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা হাসিল করেছিল, সাথে যুক্ত করেছিল 'ফিল গুড' প্রচার। কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই হিন্দুত্বের কর্মসূচি সম্পর্কে নানা সংশয় জনমনে দেখা দিতে থাকে। একইভাবে 'ফিল গুড' এবং 'ভারত উদয়' প্রচারের দামামাও নানা সন্দেহ সৃষ্টি করে।

গুজরাটের বরোদা শহরে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে, ক্ষুদ্রশিল্পগুলি বন্ধ হচ্ছে। গুজরাটের বিদ্যুৎ পর্ষদ বেসরকারি হতে যাচ্ছে। রাজ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়েই চলছে। বেকারত্ব লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। 'ফিল গুড' এবং 'ভারত উদয়ে'র ঢক্কা নিনাদ জনগণের দুর্দশাকে আড়াল করতে পারেনি।

ফলে স্বাভাবিকভাবেই তীব্র প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া বইতে থাকে। নির্বাচনী প্রচারের সময় তা প্রবলভাবে বোঝা যায়। গুজরাটের বরোদা লোকসভা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। এই কেন্দ্রে দলীয় কর্মীরা প্রায় দুমাস ধরে বাড়ি বাড়ি প্রচার, পথসভা, রাস্তায় অর্থসংগ্রহ, পথনাটিকা, শোভাযাত্রা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সুসংহতভাবে প্রচার চালায়। ২০০ পথসভা করা হয়, প্রচারপত্র বিলি করা হয়, ৫০টিরও বেশি স্থানে পথনাটিকা করা হয়। এই প্রচারের মূল শ্লোগান ছিল — বিজেপি ও কংগ্রেসকে পরাস্ত করো, এবং নির্বাচনকে রূপান্তরিত করো সংগ্রামের হাতিয়ারে। জনসাধারণ গভীর আগ্রহ নিয়ে বক্তব্য শুনেছেন এবং এস ইউ সি আই-এর এই অবস্থানকে সমর্থন করেছেন। বহু বয়স্ক মানুষ, প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী গভীর আবেগে বলেছেন, 'তোমরাই ভবিষ্যতের আশা।'

জনগণের মধ্যে প্রচার এবং পথসভা করার সময় বহু মানুষ নাম ঠিকানা দিয়ে যান, দলকে সাহায্য করবেন বলে জানান এবং কমিটি করার জন্য তাঁদের এলাকায় আসতে বলেন। পরে যখন যাওয়া হয় তাঁরা অভিভূত হয়ে যান, কারণ তাঁদের ধারণা ছিল তাঁদের কথা কেউ ভাবেনা, কেউ তাঁদের গুরুত্ব দেয় না। দলের প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাপ্রদানের দাবি জনগণকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছে।

বরোদা, আমেদাবাদ, সুরাট শহরের চিন্তাশীল নাগরিকেরা আমাদের দলের প্রার্থী কমরেড তপন দাশগুপ্তের সমর্থনে দাঁড়ান। যৌথ প্রচারপত্রে তাঁকে ভোট দানের আবেদন জানান। বরোদায় প্রার্থী কমরেড তপন দাশগুপ্তের সমর্থনে এক নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। গান্ধীবাদী বলে পরিচিত শ্রীজগদীশ ভাই শাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই নাগরিক সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রীপ্রকাশ ভাই শাহ, শ্রী কিরিটভাই ভাট, শ্রী জয়ু বেলানি, শ্রী মনসুর শালেরি, ডাঃ মায়া বালেচা, শ্রীযশবন্ত সিং চৌহান, শ্রীদিলীপ চান্দুলাল, শ্রীমতি সুধাবেন বোদা, শ্রী নারিমান ও ভরত মেহেতার মতো বুদ্ধিজীবীরা। এই নাগরিক সভায় অধ্যাপক, লেখক, শিল্পী সহ বহু মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। এই মিটিং থেকে নির্বাচনী তহবিলে ১৭,০০০ টাকা সংগৃহীত হয়। শ্রী কিরিট ভাই ভাট, শ্রীজগদীশ ভাই শাহ, শ্রীমনসুর ভাই সালেরি বিভিন্ন পথসভাতেও বক্তব্য রাখেন।

এবছর নির্বাচন কমিশন প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা আছে কিনা তা মনোনয়নপত্রে জানানো বাধ্যতামূলক করেছিল। ২০০২ সালে গুজরাটে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলনে কমরেড তপন দাশগুপ্ত সহ ভাচাওয়ের সর্বোদয় নগরের অনেকের উপর ব্যাপক পুলিশি লাঠিচার্জ হয় এবং তখন পুলিশ তপন দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল। সৎ বিশ্বাস থেকেই কমরেড তপন দাশগুপ্ত হলফনামায় ঐ মামলার কথা উল্লেখ করেন। এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে হঠাৎ একটি সংগঠন তপন দাশগুপ্তকে 'ক্রিমিনাল' বলে প্রচার করতে শুরু করে। বোঝাই যায়, দল হিসাবে এস ইউ সি আই ও প্রার্থী হিসাবে তপন দাশগুপ্ত মানুষের কাছে যে মর্যাদা ও সমর্থন পাচ্ছিলেন, তাকে ক্ষুণ্ণ করাই ছিল কুৎসা প্রচারের লক্ষ্য। এ ঘটনায় বিশিষ্ট নাগরিকরা ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হন। সংবাদপত্রে সংশোধনী বিবৃতি দেওয়ার জন্য ঐ সংগঠনকে পি ইউ সি এল-এর পক্ষ অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাত হয়। এমতাবস্থায় কুৎসার কুহেলিকা দূর করার জন্য একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে আসল ঘটনা তুলে ধরা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীকিরিট ভাই ভাট, অধ্যাপক বন্দুকওয়ালা, শ্রীজগদীশ ভাই সাহ, শ্রীমনসুর ভাই সালেরি। ভাচাওয়ের ভূমিকম্পের শিকার তিনজন ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বলেন, ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত মানুষদের স্বার্থে লড়তে গিয়েই কমরেড তপন দাশগুপ্ত পুলিশি আক্রমণের শিকার হয়েছেন।

বরোদায় সিপিআই, সিপিআইএম-এর কোন প্রার্থী ছিল না। আমাদের দলের রাজ্য সংগঠনী কমিটির পক্ষ থেকে সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলির কাছে আমাদের প্রার্থীকে সমর্থনের জন্য চিঠি দেওয়া হয়। সিপিএম, সিপিআই কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে কাজ করেছে এবং আমাদের দলীয় প্রার্থীর পক্ষে যাঁরা কাজ করেছিলেন তাঁদের নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি।

দুই বুর্জোয়া দল বিজেপি ও কংগ্রেস এবং অন্যান্য কায়েমী স্বার্থবাদীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একক শক্তিতে লড়াই করে এস ইউ সি আই প্রার্থী এই কেন্দ্রে ৫২৩৪ ভোট পেয়েছেন। এই জনসমর্থন বিজয়ী প্রার্থীদের তুলনায় সিন্ধুতে বিন্দু হলেও গুজরাটের মতো রাজ্যে বামপন্থী গণআন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধিতে বিরাট তাৎপর্য বহন করছে।

'এস ইউ সি আই ঃ সহায়সম্বল সীমিত, কিন্তু উৎসাহ অফুরন্ত'

(টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া ৮-৪-০৪)

কংগ্রেস বা বিজেপির কোনও প্রবীণ কর্মীকে আপনি যদি মাত্র ২ লক্ষ টাকা (সেটাও আবার থোক নয়, জনগণের কাছ থেকে চাঁদা হিসাবে ধীরে ধীরে আসছে), তিনটে অটোরিক্সা আর গুটিকয়েক উৎসাহী দলীয় কর্মীকে নিয়ে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বলেন, তিনি আপনাকে সোজা মানসিক হাসপাতালের রাস্তা দেখিয়ে দেবেন। কারণ লোকসভা নির্বাচনে বিরাট এলাকা জুড়ে উপস্থিতি জানান দিতে হয় প্রার্থীদের; তার জন্য চাই বিপুল অর্থ। কিন্তু এস ইউ সি আই প্রার্থী তপন দাশগুপ্তের হাতে টাকা-পয়সার পরিমাণ নেহাতই কম। ... সেটাও আবার দলের কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে পথচারীদের কাছে হাত পেতে যোগাড় করছেন। তপনবাবু প্রচারে নেমেছেন তাঁর ভাঙাচোরা মোটরসাইকেলে চড়ে, সঙ্গে আছে গোটা দুয়েক অটোরিক্সা। তপনবাবু জানালেন — ''আমরা দুটো অটোরিক্সার জন্য অনুমতি যোগাড় করতে পেরেছি, আরো একটার জন্য আবেদন করা হয়েছে।'' তবে টাকাকড়ি বা অন্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যত অভাবই থাক না কেন, নিজের কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে আস্থা ও উৎসাহে তপনবাবুর কোনও ঘাটতি নেই।

যে সমস্ত প্রচারপত্র তপনবাবুরা বিলি করছেন, সেগুলিতে লেখা আছে — ''কংগ্রেস ও বিজেপি প্রার্থীদের পরাজিত করুন; কমিউনিস্টদের বলার ধরনেই লেখা আছে — ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করুন'' 'গুজরাট বিদ্যুৎ বোর্ড -এর বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে, বরোদার জন্য আরো বাস-পরিষেবার দাবিতে, হাইওয়েগুলিতে চড়া টোল-ট্যাক্সের বিরুদ্ধে, শিল্প দুর্ঘটনায় আহত কারখানা কর্মীদের জন্য বিশেষ হাসপাতাল খোলার মতো স্থানীয় দাবিতেও সোচ্চার হয়েছেন তপনবাবুরা।

পথসভা এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে পথনাটিকা করে তপন দাশগুপ্তরা সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরছেন। তিনি মনে করেন, একটি তৃতীয় শক্তির প্রয়োজন আছে এবং তা গড়ে তুলতেই তিনি সাহায্য করছেন। তিনি বললেন, ''নির্বাচনে লড়াইয়ের সাহস দেখিয়ে মানুষকে পছন্দমত মতদানের সুযোগ করে দেওয়ায় জনসাধারণ আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন।''

'ওরা কারও বুকে কাঁপন, কারও বুকে উদ্দীপনা জাগিয়েছে'

(টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া ২৩-৪-০৪)

''দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ বরোদার বহু ভোটার এস ইউ সি আই-এর তপন দাশগুপ্তকে ভোট দিয়েছেন। তপনবাবুর পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি এবং বিষয়ভিত্তিক প্রচারে এঁরা যথেষ্ট প্রভাবিত।

তপনবাবুর নির্বাচনী প্রচারে অর্থাভাবের চিহ্ন ছিল চোখে পড়ার মতো। পায়ে হেঁটে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে তিনি প্রচারের কাজ চালিয়েছেন, সঙ্গে ছিলেন গুটিকয়েক সমর্থক। ৪০° সেন্টিগ্রেডের প্রখরতাপে তৃষ্ণা মেটাতে বাজারের ঠাণ্ডা পানীয় কেনার সামর্থ্য নেই, তাই ঘরে তৈরি শরবতই ভরসা ছিল তাঁদের। যে আদর্শের জন্য তিনি লড়াই করছেন এই নির্বাচন তাঁকে সেই আদর্শ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার সুযোগ করে দিয়েছে।''

কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি

একের পাতার পর

আকাঙ্ক্ষা কেন্দ্রে কংগ্রেস পরিচালিত সরকার গঠনের দ্বারা কার্যত রূপ পেতে চলেছে। একথা পরিষ্কার যে, কংগ্রেসের প্রতি সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়ে সিপিএম, সিপিআই শাসকশ্রেণীর ঐ অশুভ পরিকল্পনা রূপায়ণের হাতিয়ার হয়ে উঠছে।

এই গভীর সঙ্কটময় মুহূর্তে যখন উপরোক্ত সমস্ত বিপজ্জনক সম্ভাবনার কালো মেঘ দেশের আকাশ ছেয়ে আছে, এবং যখন সিপিএম, সিপিআই ও অন্যান্য মিত্রদের সমর্থনে কংগ্রেস পরিচালিত সরকার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দেশের জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে, এই সরকারের কাছ থেকে কোনরকম 'রিলিফ' আশা করা দূরের কথা, জীবনধারণের ন্যূনতম সংস্থান পাওয়ার জন্যও, জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার রাস্তাতেই জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে এবং জনগণকে সদাসতর্ক থাকতে ও গণতান্ত্রিক জনআন্দোলনে নিজেদের সামিল করার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

প্রশ্ন শুনে জ্যোতি বসুকে খানিকটা বিব্রত দেখাল

১৩ মে সমস্ত টিভি চ্যানেলে নির্বাচনের ফল ঘোষণার পাশাপাশি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চলছে। দফায় দফায় সাংবাদিক ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের মন্তব্য ও বিশ্লেষণ সম্প্রচার করা হচ্ছে। সন্ধ্যার দিকে আকাশ বাংলা'র অনুষ্ঠানে হঠাৎ দেখা গেল সিপিআই(এম)-এর বর্ষীয়ান নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে। সঞ্চালক ছাড়াও আরও দুই সাংবাদিক রয়েছেন। সাক্ষাৎকারের প্রায় শেষাশেষি সময়ে সাংবাদিক আশিস ঘোষ জ্যোতি বসুকে প্রশ্ন করলেন, ''আচ্ছা জ্যোতিবাবু, কেন্দ্রে আপনাদের সমর্থনে কংগ্রেসের সরকার হতে যাচ্ছে, এ রাজ্যে তৃণমূল প্রায় সাফ, তাহলে এরপর আপনাদের সামনে বিরোধী শক্তি কারা?'' হঠাৎ এই প্রশ্নটা যেন জ্যোতিবাবুকে খানিকটা বিব্রত ও বিমূঢ় করে দিল। তিনি ক্ষণিকের জন্য থমকে গেলেন। সামলে নিয়ে জ্যোতি বসু বললেন — ''এ বিষয়ে আমরা এখনও আলোচনা করিনি, ভেবে দেখিনি, এসব আমরা পরে বিবেচনা করব।'

এদিন বহু চ্যানেলেই এই প্রশ্নটা নানাভাবে নাগরিকদের পক্ষ থেকে উঠেছে। ডি ডি বাংলায় এদিন দুপুরে আর একটি 'নির্বাচনী বিশ্লেষণ'-এর বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক, এনসিপি ও বিএসপি দলের নেতৃবৃন্দ। এক ব্যক্তি ফোনে প্রশ্ন তুললেন — ''যে কংগ্রেসের হাতে সিপিএম-এর বহু কর্মী শহীদ হয়েছেন, সেই কংগ্রেসের সাথে আজ সিপিএম-এর আঁতাত কি দ্বিচারিতা নয়?'' সেখানে সিপিএম অথবা কংগ্রেসের কোনও নেতা উপস্থিত না থাকায় প্রশ্ন নিরুত্তর রইল। নানা চ্যানেলেই এমন অনেক প্রশ্ন থেকে বোঝা যায়, ২৭ বছর শাসন চালিয়ে সিপিএম সবরকম চেষ্টা করেও এ রাজ্যে বামপন্থাকে পুরোপুরি মারতে পারেনি এবং সিপিএম-কংগ্রেসের আঁতাতের পিছনকার রাজনৈতিক সুবিধাবাদ অনেকের কাছেই ধরা পড়ে গিয়েছে।

এ প্রশ্নে কংগ্রেসের উত্তর কী রকম? এ রাজ্যে '৭২-এর কংগ্রেস শাসনের অন্যতম নায়ক প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী এবারও রায়গঞ্জ থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। সাংবাদিকরা (সংবাদ প্রতিদিন ১৪-৫) তাঁকে কংগ্রেস-সিপিএম সম্পর্ক বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'কংগ্রেস-সিপিএম এ রাজ্যে মোহনবাগান - ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগান - ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারদের নিয়ে যেমন জাতীয় দল গঠিত হয়, দিল্লিতে তেমনি হবে জাতীয় সরকার।'' এর দ্বারা প্রিয়বাবু কি কেবল একথাই বোঝালেন যে, তাঁদের রাজনীতি এখন ফুটবল খেলার মতই, যেখানে এক একটা মরশুমে অনায়াসেই জার্সি বদল করা যায়? অবশ্য ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের দৃষ্টান্তের আর একটা গভীর অর্থও রয়েছে। মাঠে এরা যতই লড়ালড়ি করুক, আসলে এই দুই দলেরই মালিক হচ্ছে একজন — বিজয় মালিয়া।

ভিয়েতনামী বীরের অভিমত

ইরাক হল আজকের ভিয়েতনাম

জাপানি, ফরাসি ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের ৩৫ বছরব্যাপী যুদ্ধের শেষ জীবিত সৈনিক জেনারেল নগুয়েন গিয়াপ গত ৩০ এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইরাক, আফগানিস্তান এবং হাইতির মতো দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ''যে শক্তি অন্য দেশের ওপর নিজের ইচ্ছা জোর করে চাপিয়ে দেয়, সে শক্তি নিশ্চিতভাবে পরাজিত হবে এবং যে সমস্ত দেশ ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করছে জয় তাদের হবেই।'' ৭ মে ভিয়েতনামের দিয়েন বিয়েন ফু-তে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ের ৫০তম বার্ষিকী এবং ৩০ এপ্রিল সায়গনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পতনের বার্ষিকী উপলক্ষে ৯২ বছর বয়সী জেনারেল গিয়াপ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, ইরাকের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তাঁর কাছে না থাকলেও পৃথিবীর অন্যতম প্রধান একজন সামরিক নেতা হওয়ার সুবাদে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রযুক্তিগত শক্তি ও রাজনৈতিক দুর্বলতা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। জেনারেল গিয়াপ মনে করেন যে, একটি দেশ যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয়, তাহলে তার শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তিনি আরো বলেন, ভিয়েতনামই হল প্রথম উপনিবেশ, যেটি দিয়েন বিয়েন ফু-র বিজয়ের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল। এর জন্য জেনারেল গিয়াপ গর্ব বোধ করেন।

এ প্রসঙ্গে জেনারেল গিয়াপ রবার্ট ম্যাকনামারার সাথে ১৯৯৭ সালে তাঁর একটি সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করেন। ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী হানার প্রথম যুগে রবার্ট ম্যাকনামারা ছিলেন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব। সাক্ষাৎকারে জেনারেল গিয়াপ তাঁকে বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনামে পরাজিত হয়েছিল, কারণ তারা ভিয়েতনামকে আদৌ বোঝেনি। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মার্কিন জনতা ভিয়েতনামকেই সমর্থন জানিয়েছিল। এর জন্য জেনারেল গিয়াপ তাঁদের ধন্যবাদ জানান।

অস্ট্রেলিয় ডিফেন্স ফোর্স একাডেমির ভিয়েতনামের যুদ্ধ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কার্লাইল থায়ের মতে, দিয়েন বিয়েন ফু-তে সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় সারা বিশ্ব জুড়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। তৃতীয় বিশ্বের মানুষের কাছে ঔপনিবেশিক শক্তির এ ছিল এক চরম পরাজয়।

ফরাসি ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে গিয়ে ভিয়েতনামের মানুষকে বিরাট মূল্য দিতে হয়েছে। এই যুদ্ধে ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ ভিয়েতনামীকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। নিহত মার্কিনীদের সংখ্যা ছিল ৫৫,০০০। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভিয়েতনামের মানুষ জিতেছে। কারণ তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি যার শিকড় ছিল ভিয়েতনামের জনজীবনের গভীরে প্রোথিত। এর নেতৃত্ব ছিল বহু লড়াইয়ে পরীক্ষিত ও অভিজ্ঞতায় পোড়খাওয়া। রাজনৈতিক শক্তিগুলির ভূমিকা সম্পর্কে ঐ নেতৃত্বের স্বচ্ছ ধারণা ছিল এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার জন্য অন্তরে ছিল দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। (ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড, ১৩-৫-০৪)

লাল ঝাণ্ডার মান বাঁচিয়েছে

চারের পাতার পর

বক্তব্য হৃদয়কে স্পর্শ করে। ঘরে ঘরে প্রচারের সময় জনৈক ভদ্রলোক বলেন — পশ্চিমবঙ্গে যে আন্দোলন আপনারা করছেন তা সত্যিই প্রেরণাদায়ক।

অত্যন্ত গরিব গ্রামীণ এলাকা পোটকা। এখানকার গরিব মানুষেরা দলের কমরেডদের আশ্রয় দিয়ে, খাদ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারে সাহায্য করেছেন। এখানকার বিস্তীর্ণ এলাকায় বহু বছর আগে মাইলের পর মাইল হেঁটে বা সাইকেলে ঘুরে সংগঠন করেছেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াত সদস্য কমরেড হীরেন সরকার। গরিব মানুষের মনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আজও অম্লান। নির্বাচনে সেই গরিব মানুষেরা দলের জন্য কাজ করেছেন।

পুলিশ-প্রশাসন দলের প্রচারে বাধা দিয়েছে ডুমুরিয়ায়। এখানে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস প্রবল। কিন্তু তা সাহসের সঙ্গে অগ্রাহ্য করে প্রচার করেছে কমরেডরা। ঘাটশিলার ঘরে ঘরে বুলেটিন বিক্রি করা হয়েছে। বহু গ্রুপ বৈঠক হয়েছে, নতুন কর্মী এসেছে পার্টিতে। ধলভূমগড়ে একসময় সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। এখানে পুরনো ও প্রবীণ বহু কমরেড নিজেরা এসে যোগাযোগ করে কাজ করেছেন। নরসিংগড়, স্বর্গছিঁড়া, বহেরাগোড়া প্রভৃতি অঞ্চলে বড় বড় জনসভা হয়েছে। এসব এলাকায় বড় বড় পার্টি আগে হাড়িয়া, মদ, টাকা বিতরণ করে ভোট কিনত। এস ইউ সি আই-এর সংস্পর্শে এসে এবার এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এলাকার যুবক-যুবতীরা। শাসকদলের দুষ্ট রাজনীতি, সিপিআই-সিপিএমের মেকি বামপন্থী রাজনীতির প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছে এস ইউ সি আই।

জামশেদপুর কেন্দ্রে এস ইউ সি আই প্রার্থী ১১০২০টি ভোট পেয়েছেন।

সন্তান বিক্রি হয়ে যায় খাদ্যের জন্য

একের পাতার পর

অতীতের মতই প্রধানমন্ত্রীস্তরের না হলেও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ইতিমধ্যেই বনিতাদের বাড়ি, কলাবতীদের খামারে চলে গিয়েছেন। জাতীয় মহিলা কমিশন ওড়িশার মুখ্য সচিবের কাছে এই ঘটনার রিপোর্ট চেয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই ১৯৮৫ সালের মতই এবারও কয়েকজনকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। গঠন করেছেন বিদায়ী উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আডবানি। এবং অবশ্যই কিছুদিন পর প্রথম ঘটনায় যেমন তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী আইনের অজুহাতে তদন্ত কমিটিকে একজনের কমিটিতে পরিণত করেছিলেন এবং সেই কমিটি যেমন এলাকায় গিয়ে তদন্ত না করেই রিপোর্ট জমা দিয়েছিল, ঠিক তেমনই এই উপ-প্রধানমন্ত্রী নিয়োজিত কমিটিও হয়ত কয়েকদিন পরে বিলীন হয়ে যাবে বা অতীতের মতই একটা রিপোর্ট জমা দেবে, যা কখনই সত্য উদঘাটিত করবে না, জানা যাবে না কেন সন্তানবিক্রির ট্র্যাডিশন সমানে চলছে।

দুঃখী বনিতার মর্মান্তিক জীবনকাহিনীকে ব্যতিক্রমী একটি ঘটনা বলেই মনে করা যায় কি? তীব্র খরাক্লিষ্ট ওড়িশার বোলাঙ্গির জেলা ছাড়াও কালাহাণ্ডি, কোরাপুট জেলায় এরকম ঘটনা অতীতে ঘটেছে। এমন ঘটনা এই পশ্চিমবঙ্গে সীমান্তবর্তী মুর্শিদাবাদ-মালদায় বহু দরিদ্র পরিবারে ঘটেনি? প্রায় প্রতিদিন এ রাজ্যে শয়ে শয়ে মেয়ে, নাবালিকারাও পাচার হয়ে যায়, যার একটা দুটো খবর হয়তো কখনও সংবাদপত্রে প্রকাশ পায়।

চাকরির নামে বা বিদেশে ভাল বিয়ের নাম করে তাদেরও তো বাবা-মা বিক্রিই করে দেয়। এরাই তো অবশেষে নিষিদ্ধপল্লীর পণ্য হয়? নরমাংস ব্যবসায়ীরা যাদের নিয়ে সওদা করে। গত ২০০০ সালে আমাদের ঘরেরই ১৩-১৯ বছরের ২০,০০০ মেয়ে এক কলকাতাতেই দেহব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছিল। এরা কিছু বাংলাদেশ ও নেপাল ছাড়া মূলত (৮০ শতাংশ) মুর্শিদাবাদ থেকেই এসেছিল। এরা বিক্রিই হয়েছিল শুধু দুটো ভাত-কাপড়ের জন্য। সারা ভারতবর্ষে এই সংখ্যাটা কত লক্ষ হবে? 'বাম-ডান' সমস্ত সরকারগুলোর নাকের ডগাতেই এ জিনিস ঘটে চলেছে। বহুক্ষেত্রেই সরকারি দলের কর্তাব্যক্তিরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারীচালানের সাথে যুক্ত। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর রিপোর্টই (১৯৯৭) বলছে, নারী নামক পণ্যটির পাচার ব্যাপক। যৌনব্যবসা, গৃহস্থালির কাজে দাস-দাসী, না হয় বাধ্যতামূলক শ্রমে ব্যবহারের জন্য বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর ১০ লক্ষের বেশি নারী ও শিশু পাচার হয়। এর জন্য দায়ী কে? অবশ্যই দারিদ্র্য। কিন্তু বনিতা ও তার প্রতিবন্ধী স্বামীর মতো অসংখ্য মানুষের নিদারুণ দারিদ্র্যের দায় কার? দায় এই সমাজের, এক বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার, যা মুষ্টিমেয়ের বৈভবের বিনিময়ে অগণিত সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের বোঝা বাড়িয়ে যায়। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সর্বগ্রাসী আক্রমণের ফলেই মানুষ যেমন চাকরিচ্যুত হচ্ছে, বেকার হচ্ছে, অনাহারে মরছে, উপবাসে দিন কাটাচ্ছে, গৃহহীন হচ্ছে, নগ্ন-অর্ধনগ্ন থাকছে, তেমনই ক্ষুধার জ্বালায় ভিক্ষাবৃত্তি করছে, নারী দেহব্যবসায়ে নামছে, পিতামাতা নিজের সন্তানকে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। এভাবেই পুঁজিবাদী শোষণ কেবল মুখের অন্নই কেড়ে নিচ্ছে না, পিতৃত্ব-মাতৃত্বের আবেগকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে। ভূ-লুণ্ঠিত হচ্ছে নারীর সম্ভ্রমও।

স্পর্ধার যোগ্য জবাব দিল ইরাকিরা

আজ যদি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ভারতের জাতীয় পতাকা পরিবর্তনের স্পর্ধা দেখাতো, তাহলে কোনো ভারতীয় কি মেনে নিতে পারতেন? ইরাকে দখলদার মার্কিন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কতিপয় ইরাকি দালালকে সঙ্গে নিয়ে ইরাকের জাতীয় পতাকাকে বাতিল করে নতুন একটা জাতীয় পতাকা বানিয়েছিল। স্বাধীন ইরাকিরা যেমন ইরাকে মার্কিন দখলদারি মেনে নিতে পারছেন না, তেমনি আমেরিকার বানানো ইরাকের নতুন জাতীয় পতাকাকেও প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইরাকের জনগণ ওই পতাকা পুড়িয়ে দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের স্পর্ধার যোগ্য জবাব দিয়েছেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net